বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন খাদ্য অধিদপ্তর এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বরঃ ৩৫/২০২১

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন খাদ্য অধিদপ্তর এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বরঃ ৩৫/২০২১

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
	প্রথম অংশ	
১	মুখবন্ধ	v
	অধ্যায়-১	
২	অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী	২-৬
৩	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	৭
	অধ্যায়-২	
৫	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ	৯
৬	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ	১০-২১
	দ্বিতীয় অংশ	
৭	পরিশিষ্টসমূহ	২৩-৪৯

প্রথম অংশ

মুখবন্ধ

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবসমূহ এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব অডিট করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন খাদ্য অধিদপ্তর এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের আর্থিক কার্যক্রমের উপর সামাজিক নিরাপত্তা অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট সম্পাদনপূর্বক এই রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের সাথে জড়িতদের জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ন করাই এই রিপোর্টের মূল উদ্দেশ্য।

৩। এই অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত ০৯ টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ নিরীক্ষিত অফিস প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এর প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার বরাবর ইস্যু করা হয়েছে এবং তাঁদের জবাব বিবেচনাপূর্বক এই রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৪। এই অডিট সম্পাদন ও এই রিপোর্ট প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারিকৃত Government Auditing Standards of Bangladesh অনুসরণ করা হয়েছে।

৫। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী এই অডিট রিপোর্ট মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ ঃ ২৩/০৫/১৪২৮ বঙ্গাব্দ
০৭/০৯/২০২১ খ্রিষ্টাব্দ।

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

অধ্যায়-১

অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী

রিপোর্ট সম্পর্কিত তথ্য : এই রিপোর্ট খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন খাদ্য অধিদপ্তর এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা কার্যালয় এর ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের আয়-ব্যয় এর উপর কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালনা করে প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধি ইত্যাদি অডিট Criteria হিসেবে বিবেচনা করে উচ্চ ঝুঁকি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে নমুনায়নের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা সমাপনান্তে রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্যঃ

খাদ্য অধিদপ্তর

- **প্রতিষ্ঠান পরিচিতিঃ** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময় ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে "বেঙ্গল সিভিল সাপ্লাই বিভাগ" প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারত বিভক্ত হলে খাদ্য ও বেসামরিক সরবরাহ (Food and Civil Supply Dept.) বিভাগ নামে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এ বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৫৬ সালে খাদ্য অধিদপ্তরের স্থায়ী কাঠামো প্রদান করা হলেও সরবরাহ, বন্টন ও রেশনিং, সংগ্রহ, চলাচল ও সংরক্ষণ, পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি পরিদপ্তর পৃথকভাবে কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। ১৯৮৪ সালে প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে সকল পরিদপ্তর একীভূত হয়ে বর্তমান সময়ের পুনর্গঠিত খাদ্য অধিদপ্তর (Director General, Food) প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

- **প্রতিষ্ঠান পরিচিতিঃ** কর্মপ্রত্যাশী অনুৎপাদনশীল যুবসমাজকে সুসংগঠিত, সুশৃংখল এবং উৎপাদনমূখী শক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৮ সালে যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করে যা পরবর্তীতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় হিসেবে পুন:নামকরণ করা হয়। মাঠ পর্যায়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ১৯৮১ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়। বেকার যুবকদের মূল ধারায় ফিরিয়ে এনে দেশ গঠনে অংশগ্রহণ বাড়াতে যুবকদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তী প্রকল্প গ্রহণকারীদের মাঝে ঋণ প্রদান করা হয়। সৃষ্টিলগ্ন হতে অদ্যাবধি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর দেশের যুব সমাজের সার্বিক কল্যাণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রচেষ্টায় ইতোমধ্যে প্রায় ৩৬ লক্ষ যুবক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন যাদের অনেকেই দেশে ও বিদেশে সম্মানজনক সামাজিক অবস্থান করে নিতে স্বক্ষমতা অর্জন করেছেন।

- **প্রতিষ্ঠানের অর্গানোগ্রাম :**

খাদ্য অধিদপ্তর

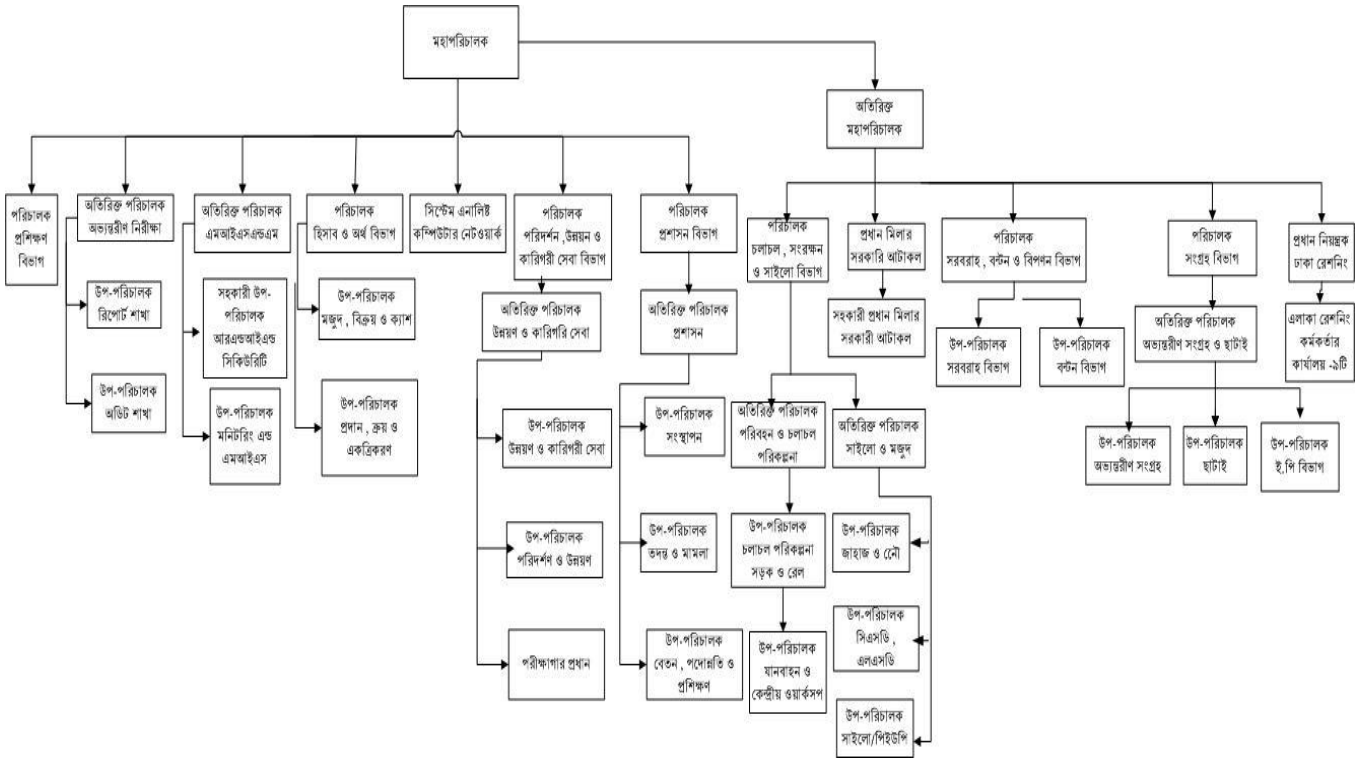

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

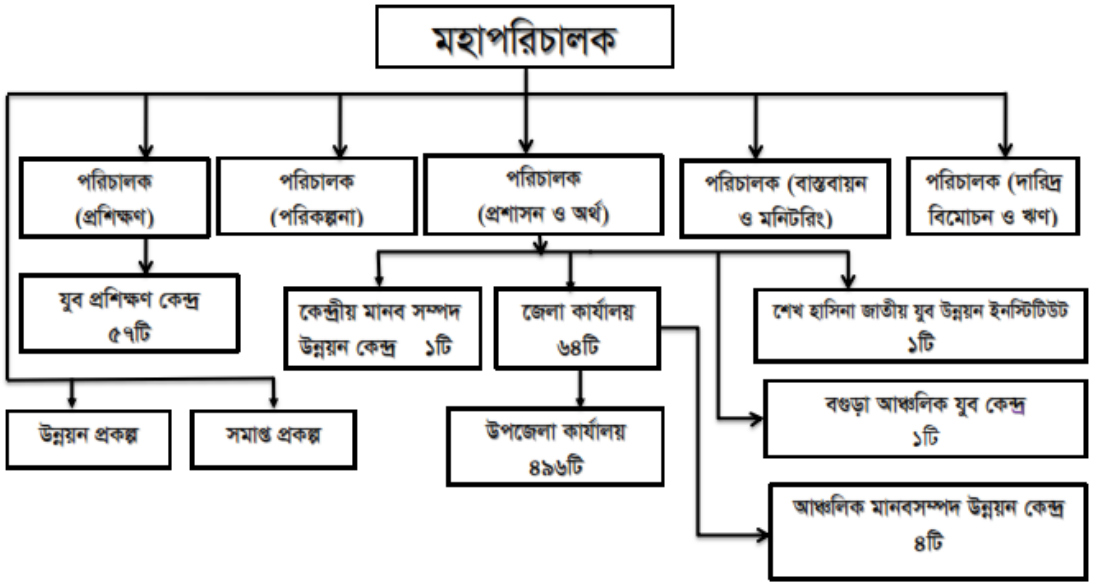

- **প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী :**

খাদ্য অধিদপ্তর এর কার্যাবলী

- সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি ধান, গম ও মিলারের কাছ থেকে চাল ক্রয় এবং মূল্য পরিশোধ;
- খাদ্যশস্যের বাজার দর স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে ওএমএস/ ফেয়ার প্রাইস কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির মাঝে চাল/গম বিক্রয়;
- কাবিখা, টিআর, জিআর, ভিজিডি, ভিজিএফ ইত্যাদি কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য বিতরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুকূলে ডিও ইস্যু ও খাদ্যশস্য সরবরাহ;
- আটাচাক্কি ও খাদ্যশস্যের খুচরা ব্যবসায়ীকে লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন এবং তাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ;
- কৃষকের নিকট থেকে ক্রয় করা ধান থেকে স্থানীয় মিলারদের মাধ্যমে চাল উৎপাদন;
- গুদামে সংরক্ষিত খাদ্যশস্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা বিধান;
- বরাদ্দকৃত খাদ্যসামগ্রীর মূল্য চালানের মাধ্যমে আদায় নিশ্চিতকরণ;
- ডিলার কর্তৃক ফেয়ার প্রাইস কার্ড বা মাস্টাররোলের মাধ্যমে খাদ্যসামগ্রী বিক্রয় তদারকি ও নিশ্চিতকরণ;
- গুদামে মজুদের পরিমাণ লক্ষ্য রাখা এবং প্রয়োজনে মজুদ বৃদ্ধির জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে সময়মত জানানো এবং ব্যবস্থা গ্রহণ।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর কার্যাবলী

- যুবকদের প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন ও কল্যাণমুখী যাবতীয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি এবং তাদের জাতীয় উন্নয়নের মূলধারার সাথে সম্পৃক্তকরণ;
- বেকার যুবকদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং উন্নয়নমূলক কাজে যুবকদের স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণে উৎসাহিতকরণ, সফল যুবদের পুরস্কার প্রদান ও যুব সংগঠনকে অনুদান প্রদান;
- জাতিগঠনমূলক কাজে যুবদের সম্পৃক্তকরণ ও ক্ষমতায়ন;
- ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রতিভা অন্বেষণ, গ্রামাঞ্চলে ক্রীড়ার পরিবেশ সৃষ্টি ও দক্ষ ক্রীড়াবিদ তৈরি এবং জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার প্রদান;
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খেলাধূলার আয়োজন ও অংশগ্রহণ;
- বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থাকে অনুদান প্রদান এবং অস্বচ্ছল ক্রীড়াবিদদের কল্যাণে অনুদান প্রদান;
- ক্রীড়া স্থাপনা নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ।

প্রতিষ্ঠানের বাজেট ও ব্যয় বিশ্লেষণ :

খাদ্য অধিদপ্তর

অফিসের নাম	সংশোধিত বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	বরাদ্দ অপেক্ষা ব্যয়ের শতকরা হার	মন্তব্য
খাদ্য অধিদপ্তর	১২৭২৪,৯১,২০,০০০	১১৫৯৫,৬৯,৩৭,০০০	৮০.৮৫%	উপজেলা ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সিএসডি, এলএসডিসহ সকল ইউনিটের বরাদ্দ ও খরচ খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

(ক) অনুন্নয়ন বাজেট ও ব্যয়:

অর্থ বছর	মূল বরাদ্দ	সংশোধিত বরাদ্দ	মোট ব্যয়	উদ্বৃত্ত
২০১৭-১৮	১০৫৯,৮৩,০০,০০০	৯৬৪,৬২,২৬,০০০	৮১২,৮৯,২০,০০০	(১৫১,৭৩,০৬,০০০)

(খ) উন্নয়ন বাজেট ও ব্যয়:

অর্থ বছর	মূল বরাদ্দ	সংশোধিত বরাদ্দ	মোট ব্যয়	উদ্বৃত্ত
২০১৭-১৮	৩২৭,৩২,০০,০০০	২২৫,৮৬,০০,০০০	২১৫,৪৬,৯৫,০০০	(১০,৩৯,০৫,০০০)

অডিটের আইনগত ভিত্তি: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) অনুযায়ী এই অডিট পরিচালনা করা হয়েছে।

অডিটের পরিধি: ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের মঞ্জুরি নং-৪৪ (খাদ্য মন্ত্রণালয়) এবং মঞ্জুরি নং-৩৩ (যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়)।

অডিট প্লানিং ও অডিট পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্যঃ

খাদ্য অধিদপ্তর

- অডিট প্ল্যান অনুমোদনের তারিখ : ০৩/০১/২০১৯ খ্রি.
- এন্ট্রি-মিটিং এর তারিখ : ১৩/০১/২০১৯ খ্রি.
- মাঠ পর্যায়ে অডিটের সময়কাল : ২০/০১/২০১৯ খ্রি. হতে ৩০/০৪/২০১৯ খ্রি.
- এক্সিট-মিটিং এর সময়কাল : ২০/০৬/২০১৯ খ্রি.
- এআইআর জারির তারিখ : ২২/০৯/২০১৯ খ্রি.
- সিএজি কার্যালয় কর্তৃক অনুমোদনের তারিখ : ২৪/০৬/২০২১ খ্রি.
- অডিট সম্পাদনকারী অধিদপ্তর : সামাজিক নিরাপত্তা অডিট অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

- অডিট প্ল্যান অনুমোদনের তারিখ : ২০/০১/২০১৯ খ্রি.
- এন্ট্রি-মিটিং এর তারিখ : ১৫/০১/২০১৯ খ্রি.
- মাঠ পর্যায়ে অডিটের সময়কাল : ২৭/০১/২০১৯ খ্রি. হতে ১৬/০৫/২০১৯ খ্রি.
- এক্সিট-মিটিং এর সময়কাল : ২৩/০৬/২০১৯ খ্রি.
- এআইআর জারির তারিখ : ১৬/০৭/২০১৯ খ্রি.
- সিএজি কার্যালয় কর্তৃক অনুমোদনের তারিখ : ২৪/০৬/২০২১ খ্রি.
- অডিট সম্পাদনকারী অধিদপ্তর : সামাজিক নিরাপত্তা অডিট অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ।

অডিট কৌশলঃ

১. তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ;
২. ইউনিট নির্ধারণ;
৩. নমুনায়নের মাধ্যমে লেনদেন বাছাই ও নথিপত্র বিশ্লেষণ।

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

সামাজিক নিরাপত্তা অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার আওতাধীন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন খাদ্য অধিদপ্তর এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা কার্যালয় এর ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র ও নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক অডিট করা হয়।

নিরীক্ষাকালে বেশ কিছু আর্থিক অনিয়ম ও বিধি-বিধানের লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হয়েছে। মূলত: প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা ও আর্থিক বিধি-বিধান পরিপালন না করার কারণে এই অডিট অনুচ্ছেদসমূহ উত্থাপিত হয়েছে। অনিষ্পন্ন অডিট অনুচ্ছেদগুলোর মধ্য হতে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহ এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
নিরীক্ষায় উত্থাপিত অডিট অনুচ্ছেদসমূহের প্রেক্ষিতে ২৮,৩৪,২৩৫ টাকা আদায়/সমন্বয়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমাপ্রদান করা হয়েছে এবং নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

এই রিপোর্টে খাদ্য অধিদপ্তরের ০৮টি এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ০১টি অডিট অনুচ্ছেদ উত্থাপন করা হয়েছে এবং এতে জড়িত টাকার পরিমাণ যথাক্রমে ২৮৩,৫০,৮১,৬৪৬ (দুইশত তিরাশি কোটি পঞ্চাশ লক্ষ একাশি হাজার ছয়শত ছেচল্লিশ) টাকা যা মোট বরাদ্দের ২.২৩% এবং ৬,৪০,১৬,৪১৭ (ছয় কোটি চল্লিশ লক্ষ ষোল হাজার চারশত সতের) টাকা যা মোট বরাদ্দের ০.৫৪%। এই রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য অনিয়মসমূহ নিম্নরূপ:

- চাহিদার দ্বিগুন মজুদ থাকা সত্ত্বেও অপ্রয়োজনীয়ভাবে বস্তা ক্রয়।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের ঘোষিত হিস্ট্রিক্যাল Exchange Rate বহির্ভূত উচ্চ মূল্যে ডলার কনভার্শন করে চাল ও গমের মূল্য পরিশোধ।
- বিনির্দেশ অপেক্ষা নিম্নমানের খাবার অযোগ্য গম ক্রয় করে উচ্চ মূল্য পরিশোধ।
- নির্ধারিত পরিমাণ চাল, গম সরবরাহে ব্যর্থতার জন্য চুক্তিপত্রের শর্ত মোতাবেক পারফরমেন্স গ্যারান্টি বাজেয়াপ্ত না করা।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা উপেক্ষা করে ভূমি অধিগ্রহণ মূল্যের সাথে ২% ভাউচার বিহীন আনুষঙ্গিক খরচ পরিশোধ।
- নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করা।
- সিআরটিসির (কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার) চলাচল সূচির আওতায় প্রেরিত চাল খোয়া যাওয়ায় পরিবহণ ঠিকাদারের নিকট হতে ক্ষতির মূল্য আদায় না করা।
- বিভিন্ন এলএসডি ও সিএসডিতে চাল ও গম আত্মসাৎকারী দায়ী ব্যক্তিগণের নিকট হতে ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় না করা।
- প্রকল্প সমাপ্তির পর অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটা এবং পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এই অডিট রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছে।

অধ্যায়-২

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	শিরোনাম	জড়িত (টাকা)
	খাদ্য অধিদপ্তর, খাদ্য মন্ত্রণালয়	
০১	৭.৪৬ কোটি পিস বস্তা মজুদ থাকা সত্ত্বেও অপ্রয়োজনীয়ভাবে বস্তা ক্রয়ে আর্থিক ক্ষতি	২১৯,৬৭,৪১,০০০
০২	বাংলাদেশ ব্যাংকের ঘোষিত হিস্ট্রিক্যাল Exchange Rate বহির্ভূত উচ্চ মূল্যে ডলার কনভার্শন করে চাল ও গমের মূল্য পরিশোধে আর্থিক ক্ষতি	১৫,৫৮,২৭,৩৩৯
০৩	বিনির্দেশ অপেক্ষা নিম্নমানের খাবার অযোগ্য গম ক্রয় করে উচ্চ মূল্য পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি	১৭,৭২,৭১,৬৩১
০৪	বিভিন্ন এলএসডি ও সিএসডিতে চাল ও গম আত্মসাৎ হলেও দায়ী ব্যক্তিগণের নিকট হতে ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় না করায় আর্থিক ক্ষতি	১৭,৬৩,৪৬,২৩৭
০৫	নির্ধারিত পরিমাণ চাল, গম সরবরাহে ব্যর্থতার জন্য চুক্তিপত্রের শর্ত মোতাবেক পারফরমেন্স গ্যারান্টি বাজেয়াপ্ত না করায় আর্থিক ক্ষতি	১২,৩৩,০৯,৪০৫
০৬	অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা উপেক্ষা করে ভূমি অধিগ্রহণ মূল্যের সাথে ২% ভাউচারবিহীন আনুষঙ্গিক খরচ পরিশোধে আর্থিক ক্ষতি	১৮,৭৩,০০৩
০৭	নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করায় আর্থিক ক্ষতি	২৮,৬১,৭১১
০৮	কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার (সিআরটিসি) এর চলাচল সূচির আওতায় প্রেরিত ১৫ মেট্রিক টন চাল খোয়া যাওয়ায় পরিবহণ ঠিকাদারের নিকট হতে ক্ষতির মূল্য আদায় না করায় আর্থিক ক্ষতি	**৮,৫১,৩২০**
	মোট	২৮৩,৫০,৮১,৬৪৬
	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	
০৯	প্রকল্প সমাপ্তির পর অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করে বাণিজ্যিক ব্যাংকে এফডিআর করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি	৬,৪০,১৬,৪১৭
	মোট	৬,৪০,১৬,৪১৭
	সর্বমোট	২৮৯,৯০,৯৮,০৬৩
কথায় : দুইশত উননব্বই কোটি নব্বই লক্ষ আটানব্বই হাজার তেষট্টি টাকা		

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

অনুচ্ছেদ নম্বর : ০১

শিরোনাম : ৭.৪৬ কোটি পিস বস্তা মজুদ থাকা সত্ত্বেও অপ্রয়োজনীয়ভাবে বস্তা ক্রয়ের ফলে আর্থিক ক্ষতি ২১৯,৬৭,৪১,০০০ (দুইশত উনিশ কোটি সাতষট্টি লক্ষ একচল্লিশ হাজার) টাকা।

বিবরণ :

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ৭.৪৬ কোটি পিস বস্তা মজুদ থাকা সত্ত্বেও অপ্রয়োজনীয়ভাবে বস্তা ক্রয়ের ফলে ২১৯,৬৭,৪১,০০০ (দুইশত উনিশ কোটি সাতষট্টি লক্ষ একচল্লিশ হাজার) টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১(ক)]।

খাদ্য অধিদপ্তরের ক্যাশ বহি, বিল-ভাউচার, বস্তা ক্রয়ের বাৎসরিক চাহিদা এবং ক্রয়কৃত বস্তার মজুদ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ৬.০০ কোটি পিস, ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের ৮.০০ কোটি পিস বস্তা ক্রয় করা হলে সংশ্লিষ্ট বছরে খাদ্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ায় ৩০-০৬-২০১৭ খ্রি. তারিখে ৭.৪৬ কোটি পিস বস্তা অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। অধিদপ্তরের বস্তার চাহিদা সর্বোচ্চ ৩.৫০ কোটি পিস এবং ৩০-০৬-২০১৭ খ্রি. তারিখের অব্যবহৃত বস্তার মজুদ ৭.৪৬ কোটি পিস। খাদ্য অধিদপ্তরের প্রদর্শিত রেকর্ড মোতাবেক দেশের বিভিন্ন এলএসডি/সিএসডিতে মজুদকৃত বস্তার ব্যবহারযোগ্য মেয়াদকাল উৎপাদনের পরবর্তী ২(দুই) বছর বিধায় পূর্ববর্তী বছরের চাহিদার তুলনায় দ্বিগুন বস্তা মজুদ থাকা সত্ত্বেও মজুদ বস্তার ব্যবহার নিশ্চিত না করে পুনরায় নতুন বস্তা ক্রয় করা হয়েছে। ফলে, জেনারেল ফিনান্সিয়াল রুলস্ (জিএফ আর) এর বিধি -১০ মোতাবেক আর্থিক যথার্থতার মানদন্ড লঙ্ঘিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি-১৫(২)(ঝ) মোতাবেক শুধুমাত্র জরুরী প্রয়োজনীয় পরিমাণ পণ্য ক্রয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত পণ্য ক্রয় করা যাবে না। এক্ষেত্রে প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও উক্ত বস্তা ক্রয় করে আপত্তিকৃত অর্থ অপচয় করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- জিএফআর এর বিধি-১০ এর লঙ্ঘন। [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১(খ)]।
- পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি-১৫(২)(ঝ) লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

অডিটি প্রতিষ্ঠান হতে কোন জবাব পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে আপত্তিটি চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) এ অন্তর্ভুক্ত করে ২২/০৯/২০১৯ খ্রি. তারিখে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি-১৫(২)(ঝ) এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও বস্তা ক্রয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

আপত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক জড়িত অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ০২

শিরোনাম : বাংলাদেশ ব্যাংকের ঘোষিত হিস্ট্রিক্যাল Exchange Rate বহির্ভূত উচ্চ মূল্যে ডলার কনভার্শন করে চাল ও গমের মূল্য পরিশোধে আর্থিক ক্ষতি ১৫,৫৮,২৭,৩৩৯ (পনের কোটি আটান্ন লক্ষ সাতাশ হাজার তিনশত উনচল্লিশ) টাকা।

বিবরণ :

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বাংলাদেশ ব্যাংকের ঘোষিত হিস্ট্রিক্যাল Exchange Rate বহির্ভূত উচ্চ মূল্যে ডলার কনভার্শন করে চাল ও গমের মূল্য পরিশোধে ১৫,৫৮,২৭,৩৩৯ (পনের কোটি আটান্ন লক্ষ সাতাশ হাজার তিনশত উনচল্লিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট ২(ক)]।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় আন্তর্জাতিক কোটেশনের মাধ্যমে গম ও চাল ক্রয়ের নথি ও রেকড-পত্র যাচাইকালে দেখা যায় যে, আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে চাল ও গম সংগ্রহের পর খাদ্য অধিদপ্তরের ইস্যুকৃত এবং সিএও খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক পৃষ্ঠাংকনকৃত মঞ্জুরিপত্রে ইউএস ডলারের বিনিময় হার উল্লেখ করা হয়নি বিধায় পরিশোধ তারিখের বিনিময় হার প্রযোজ্য হবে। মঞ্জুরীপত্রে ডলারের বিনিময় হার উল্লেখ না থাকায় উক্ত অর্থ পারিশোধকালে হিস্ট্রিক্যাল Exchange Rate অপেক্ষা অধিক হারে মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ঘোষিত সংশ্লিষ্ট দিনের হিস্ট্রিক্যাল Exchange Rate অপেক্ষা অধিক মূল্যে ডলার কনভার্শন করা হয়েছে। ফলে জেনারেল ফিনান্সিয়াল রুলস্ (জিএফআর) এর বিধি-১০ মোতাবেক আর্থিক যথার্থতার মানদন্ড লঙ্ঘন করে উচ্চ মূল্যে ডলার বিনিময় করে সরকারের আর্থিক ক্ষতি করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ঘোষিত সংশ্লিষ্ট দিনের হিস্ট্রিক্যাল Exchange Rate অনুসরণ না করা।
- জিএফআর এর বিধি-১০ এর লঙ্ঘন [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-২(খ)]।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

অডিটি প্রতিষ্ঠান হতে কোন জবাব পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে আপত্তিটি চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) এ অন্তর্ভুক্ত করে ২২/০৯/২০১৯ খ্রি. তারিখে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ঘোষিত সংশ্লিষ্ট দিনের হিস্ট্রিক্যাল Exchange Rate অনুসরণ ব্যতিরেকে এবং জিএফআর এর বিধি-১০ এর লঙ্ঘন করে উচ্চ মূল্যে ডলার বিনিময় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

আপত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক জড়িত অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ০৩

শিরোনাম : বিনির্দেশ (নমুনা) অপেক্ষা নিম্নমানের খাবার অযোগ্য গম ক্রয় করে মূল্য পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি ১৭,৭২,৭১,৬৩১ (সতের কোটি বাহাত্তর লক্ষ একাত্তর হাজার ছয়শত একত্রিশ) টাকা।

বিবরণ :

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বিনির্দেশ অপেক্ষা নিম্নমানের খাবার অযোগ্য গম ক্রয় করে মূল্য পরিশোধে ১৭,৭২,৭১,৬৩১ (সতের কোটি বাহাত্তর লক্ষ একাত্তর হাজার ছয়শত একত্রিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট ৩(ক)]।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় গম ক্রয়ের নথি ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, M/S Sing Song Cor. এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি নং-৩৬৯০, তারিখ: ১৪/১২/২০১৭ খ্রি. মোতাবেক প্রতি মেট্রিক টন ২৪৫.৩৫ ইউএস ডলার হারে ৫০ হাজার মেট্রিক টন গম ক্রয় করা হয়। এমভি সুপারষ্টার জাহাজ থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে প্রথম খালাসকৃত ৩১৫০০ মেট্রিক টন গম বিনির্দেশ মানের পাওয়া যায়। জাহাজের তলদেশে থাকায় এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় অবশিষ্ট গম ল্যাব পরীক্ষায় খাবার অযোগ্য বিবেচিত হয়।

স্মারক নং-৮০ তাং-৩১/০৩/১৮ খ্রি. মোতাবেক সহকারী রসায়নবিদ, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত জাহাজের ২ এবং ৪ নং হ্যাচে থাকা (১২৩৪৭ +৮৬৫৩) বা ২১০০০ মেট্রিক টন গম বিনির্দেশ অপেক্ষা খুবই নিম্নমানের হওয়ায় খাবার অযোগ্য ঘোষণা করা হয়।

খাদ্য অধিদপ্তরের ল্যাব পরীক্ষায় ২ (দুই) টি হ্যাচের মধ্যে থাকা গমের গুণগত মান একই হওয়া সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ একটি বাতিল করে অপরটি গ্রহণ ও মূল্য পরিশোধ করায় (৮,৬৫৩ ×২৪৫.৩৫) বা ২১,২৩,০১৩.৫৫ ডলার, প্রতি ডলার ৮৩.৫০ টাকা হারে ১৭,৭২,৭১,৬৩১ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

খাদ্য অধিদপ্তরের ল্যাব পরীক্ষায় প্রমাণিত বিনির্দেশ (নমুনা) অপেক্ষা নিম্নমানের খাবার অযোগ্য গম ক্রয় বাবদ মূল্য পরিশোধ [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৩(খ)]।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

অডিটি প্রতিষ্ঠান হতে কোন জবাব পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে আপত্তিটি চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) এ অন্তর্ভুক্ত করে ২২/০৯/২০১৯ খ্রি. তারিখে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

খাদ্য অধিদপ্তরের ল্যাব পরীক্ষায় প্রমাণিত বিনির্দেশ (নমুনা) অপেক্ষা নিম্নমানের খাবার অযোগ্য গম ক্রয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

আপত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক জড়িত অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ০৪

শিরোনাম : বিভিন্ন এলএসডি ও সিএসডিতে চাল ও গম আত্মসাৎ হলেও দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে ক্ষতিপূরণ আদায় না করায় আর্থিক ক্ষতি ১৭,৬৩,৪৬,২৩৭ (সতের কোটি তেষট্টি লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার দুইশত সাইত্রিশ) টাকা।

বিবরণ :

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বিভিন্ন এলএসডি ও সিএসডিতে চাল ও গম আত্মসাৎ হলেও দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় না করায় **১৭,৬৩,৪৬,২৩৬** (সতের কোটি তেষট্টি লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার দুইশত সাইত্রিশ) আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট ৪(ক)]।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগের স্মারক নং-৩.০১.০০০০.০৩৩.২৭.১১৮.১৭-৭৭৬ তারিখ: ২৭/১২/২০১৮ খ্রি. এর মাধ্যমে জারীকৃত অফিস আদেশ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জনাব এ, কে, এম মহিউদ্দিন (ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা), উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চান্দিনার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকাকালীন বিভিন্ন খাদ্য গুদাম হতে ০৬টি ইনভয়েসে প্রেরিত ২৯.২২৫ মেট্রিক টন চাল ও ৫৯.৮৪০ মেট্রিক টন গম চান্দিনা খাদ্য গুদামে আসলেও তা রেকর্ড পত্রে এন্ট্রি ও গুদাম লেজারে হিসাবভুক্ত না করে তছরূপ /আত্মসাৎ করেন যা গঠিত তদন্ত কমিটি কর্তৃক প্রমাণিত হয়েছে। আত্মসাৎকৃত গম ও চালের মূল্য একক হারে ২১,১৮,৪০৪.৬৬ টাকা, যা দন্ডমূলক দ্বিগুণ হারে ৪২,৩৬,৮০৯.৩২ টাকা আদায়যোগ্য।

খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগের স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৩৩.২৭.০৪৮.১৭-৫০২ তারিখ: ৬/৮/২০১৮ খ্রি. এর মাধ্যমে জারীকৃত অফিস আদেশ হতে দেখা যায় যে, জনাব এ, কে, এম মহিউদ্দিন, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, কুমিল্লায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে গত ১১/০১/২০১৪ খ্রি. হতে ৫/১০/২০১৬ খ্রি. পর্যন্ত দৌলতগঞ্জ এলএসডি, লাকসাম, কুমিল্লায় কর্মরত ছিলেন। বিভিন্ন খাদ্য গুদাম হতে ১০১টি ভি-ইনভয়েসে প্রাপ্ত ৮৬৮.০০০ মেট্রিক টন চাল, ৮৬০.৬০৩ মেট্রিক টন গম এবং অন্যান্য উপায়ে ২৫০০ পিস খালি বস্তা ভি-ইনভয়েস প্রতারণা, বাতিল ডিও মুলে বিলি প্রদর্শন, ডিও'র পরিমাণের চেয়ে বেশি বিলি দেখানো এবং অন্যান্য উপায়ে আত্মসাৎ করেছেন, যা বিভাগীয় তদন্ত কমিটির নিকট প্রমাণিত হয়েছে। আত্মসাৎকৃত চাল ও গমের একক মূল্য ৫,২০,৫৭,০৯০.৭৭ টাকা, যা দন্ডমূলক দ্বিগুণ হারে মূল্য ১০,৪১,১৪,১৮১.৫৪ টাকা, যা আদায়যোগ্য।

খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগের স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৩৩.২৭.০০৬.১৮-৫০৭ তারিখ: ২৫/০৮/২০১৯ খ্রি. এর মাধ্যমে জারীকৃত অফিস আদেশ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জনাব এ, কে, এম মহিউদ্দিন, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, দাউদকান্দি এলএসডি, দাউদকান্দি, কুমিল্লায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে গত ২৯/০৯/২০১১ খ্রি. হতে ০৩/০১/২০১৪ খ্রি. কর্মরত ছিলেন। দেশের বিভিন্ন খাদ্য গুদাম হতে প্রাপ্ত ৭৩টি ভি-ইনভয়েস মূলে ১৮৮৮০৯ বস্তায় ৯৩৫.১১২ মেট্রিক টন চাল ও ১৮১১ বস্তায় ৯০.৪৯২ মেট্রিক টন গম মনগড়া ভাবে সাপ্তাহিক ও মাসিক মজুদ প্রতিবেদন প্রস্তুত করে আত্মসাৎ করেন, যা তদন্ত কমিটির নিকট প্রমাণিত হয়েছে। আত্মসাৎকৃত চাল ও গমের মূল্য একক হারে ৩,৩৯,৯৭,৬২৩.০৬ টাকা, যা দন্ডমূলক দ্বিগুণ হারে ৬,৭৯,৯৫,২৪৬.১২ টাকা, যা আদায়যোগ্য।

জনাব এ, কে, এম মহিউদ্দিন আত্মসাৎ এর উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে খাদ্যশস্য প্রাপ্তির স্বপক্ষে সাপ্তাহিক প্রাপ্তি বিবরণী জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে প্রেরণ করতেন না, তাছাড়া ভি-ইনভয়েস পাঠাতে অস্বাভাবিক বিলম্ব করতেন। তাছাড়া তিনি এলএসডির খামালকার্ড, গল(গুদাম লেজার), সেন্ট্রাল লেজার, এলইউএ, ভি-ইনভয়েস, প্রাপ্তি বিবরণী, সাপ্তাহিক মজুদ বিবরণী, পরিদর্শন বহি, ইস্যু রেজিস্টার অফিসে সংরক্ষণ না করে নিয়ম বহির্ভূতভাবে তার বাস ভবনে

সংরক্ষণ করতেন। তাছাড়া, টি.আই.(Technical Inspector), উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃক কোন পরিদর্শন বা যাচাই করা হয়নি বলেই অভিযুক্ত কর্মকর্তা দিনের পর দিন কোটি কোটি টাকার চাল ও গম আত্মসাতের সুযোগ পেয়েছেন।

অনিয়মের কারণ :

সরকারি অর্থে ক্রয়কৃত চাল ও গম খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক জালিয়াতি এবং আত্মসাৎ হওয়া [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৪(খ)]।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

অডিটি প্রতিষ্ঠান হতে কোন জবাব পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে আপত্তিটি চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) এ অন্তর্ভুক্ত করে ২২/০৯/২০১৯ খ্রি. তারিখে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

একই কর্মকর্তা একাধিক কর্মস্থলে সরকারি চাল ও গম আত্মসাতের সাথে জড়িত থাকা সত্ত্বেও অদ্যাবধি যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

আপত্তিতে জড়িত অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ০৫

শিরোনাম : নির্ধারিত পরিমাণ চাল, গম সরবরাহে ব্যর্থতার জন্য চুক্তিপত্রের শর্ত মোতাবেক পারফরমেন্স গ্যারান্টি বাজেয়াপ্ত না করায় আর্থিক ক্ষতি ১২,৩৩,০৯,৪০৫ (বার কোটি তেত্রিশ লক্ষ নয় হাজার চারশত পাঁচ) টাকা।

বিবরণ :

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে নির্ধারিত পরিমাণ চাল, গম সরবরাহে ব্যর্থতার জন্য চুক্তিপত্রের শর্ত মোতাবেক পারফরমেন্স গ্যারান্টি বাজেয়াপ্ত না করায় ১২,৩৩,০৯,৪০৫ (বার কোটি তেত্রিশ লক্ষ নয় হাজার চারশত পাঁচ) টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট ৫(ক)]।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় চাল ও গম ক্রয়ের নথি রেকর্ডপত্র যাচাইয়ে দেখা যায় যে, ৪০ দিনের মধ্যে খাদ্য শস্য জাহাজীকরণ করার শর্তে ঠিকাদারের সাথে চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়। কিন্তু ঠিকাদার বারবার সময় বৃদ্ধি করে কালক্ষেপণ করায় সময়ের ব্যবধানে আন্তর্জাতিক বাজারে গমের মূল্য বৃদ্ধি পায়। ফলে ১৮৫ দিন পর সরবরাহে ব্যর্থতার দায়ে ঠিকাদারের কার্যাদেশ বাতিল করা হয়েছে। চুক্তির শর্ত ৩১(৫) এ উল্লেখ রয়েছে Quotationer whose whole PG (Performance Guarantee) had been forfeited for non-supply of the contracted quantity, will not be eligible to participate in quotation for the rest period of the current financial year, whether the money accruing from PG so forfaited is deposited to the Government treasury কিন্তু সে মোতাবেক পারফরমেন্স গ্যারান্টি বাজেয়াপ্ত করা হয়নি।

অনিয়মের কারণ :

চুক্তির শর্ত ৩১(৫) এর লঙ্ঘন [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৫(খ)]।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

অডিটি প্রতিষ্ঠান হতে কোন জবাব পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে আপত্তিটি চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) এ অন্তর্ভুক্ত করে ২২/০৯/২০১৯ খ্রি. তারিখে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

চুক্তির শর্ত ৩১(৫) এর লঙ্ঘন করে পারফরমেন্স গ্যারান্টি বাজেয়াপ্ত না করায় আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

আপত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক জড়িত অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ০৬

শিরোনাম : অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা উপেক্ষা করে ভূমি অধিগ্রহণ মূল্যের সাথে ২% ভাউচারবিহীন আনুষঙ্গিক খরচ পরিশোধে আর্থিক ক্ষতি ১৮,৭৩,০০৩ (আঠারো লক্ষ তিয়াত্তর হাজার তিন) টাকা।

বিবরণ :

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা উপেক্ষা করে ভূমি অধিগ্রহণ মূল্যের সাথে ২% ভাউচার বিহীন আনুষঙ্গিক খরচ পরিশোধে ১৮,৭৩,০০৩ (আঠারো লক্ষ তিয়াত্তর হাজার তিন) টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট ৬(ক)]।

বিস্তারিত নিরীক্ষাকালে ভূমি অধিগ্রহণের নথি ও রেকর্ডপত্র যাচাইয়ে দেখা যায় যে, খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণের প্রয়োজনে জমি অধিগ্রহণকালে নিয়ম বহির্ভূতভাবে ২% আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ জেলা প্রশাসক বরাবর পরিশোধ করা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের স্বারক নং- অম/অবি/ব্যয় নিয়ন্ত্রণ-২/ভূমি-১/০৭/২৮১, তারিখ: ২৫/০১/২০০৭ খ্রি. মোতাবেক অধিগ্রহণ মূল্যের সাথে ২% আনুষঙ্গিক খরচ পরিশোধের অবকাশ নেই ।কারণ আনুষঙ্গিক খরচ মিটানোর জন্য জেলা প্রশাসক অফিসের সরকারি বরাদ্দই যথেষ্ট।

অনিয়মের কারণ :

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের স্মারক নং- অম/অবি/ব্যয় নিয়ন্ত্রণ-২/ভূমি-১/০৭/২৮১, তারিখ: ২৫/০১/২০০৭ খ্রি. এর লঙ্ঘন [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৬(খ)]।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

অডিটি প্রতিষ্ঠান হতে কোন জবাব পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে আপত্তিটি চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) এ অন্তর্ভুক্ত করে ২২/০৯/২০১৯ খ্রি. তারিখে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের স্মারক নং- অম/অবি/ব্যয় নিয়ন্ত্রণ-২/ভূমি-১/০৭/২৮১, তারিখ: ২৫/০১/২০০৭ খ্রি. এর লঙ্ঘন করে ভূমি অধিগ্রহণ কালে নিয়ম বহির্ভূতভাবে ২% আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ জেলা প্রশাসক বরাবর পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

আপত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক জড়িত অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ০৭

শিরোনাম : নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করায় আর্থিক ক্ষতি ২৮,৬১,৭১১ (আটাশ লক্ষ একষট্টি হাজার সাতশত এগারো) টাকা।

বিবরণ :

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা এর আওতাধীন সাইলো নারায়নগঞ্জ ও তেজগাঁও সিএসডি; উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, শ্রীপুর, মাগুরা এবং খুলনা এর নিয়ন্ত্রনাধীন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, বাগেরহাট; উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, শরণ খোলা, বাগেরহাট ও গৌরম্ভা খাদ্য গুদাম রামপাল, বাগেরহাট কার্যালয়ের মঞ্জুরি ও বরাদ্দের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে শ্রমিক হ্যান্ডলিং বিল এবং ওএমএস ডিলারদের প্রাপ্ত কমিশনের উপর ভ্যাট কর্তন না করায় **২৮,৬১,৭১১** (আটাশ লক্ষ একষট্টি হাজার সাতশত **এগারো**) টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট -৭(ক-চ)]।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় ঠিকাদার নথি ও বিল রেজিস্টার হতে দেখা যায় যে,
(ক) মূসক আইন ১৯৯১, SO.৩৭.০০ শ্রমিক হ্যান্ডলিং যোগানদার সেবার অন্তর্ভুক্ত। এসআরও নং-১৬৮/আইন/২০১৩/ ৬৭২/মূসক তারিখ: ০৬/০৬/২০১৩ মতে চুক্তি মূল্য বা নির্ধারিত মূল্যে পণ্য/সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/সংস্থার বিল থেকে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। শ্রম হ্যান্ডলিং SO.৭২.০০ এসআরওভুক্ত বিধায় নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তনযোগ্য হবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-৬/মূসক/২০১৮ মোতাবেক শ্রম হ্যান্ডলিং বা শ্রমিক ঠিকাদার বা শ্রমিক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে নির্ধারিত হারে ১৫% ভ্যাট কর্তন ও সরকারি কোষাগারে জমা নিশ্চিত করতে হবে।

শ্রম হ্যান্ডলিং বা শ্রমিক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের বিলের উপর ১৫% ভ্যাট বাবদ সাইলো নারায়নগঞ্জ এর ২২,৪৫,৭৫৬ টাকা এবং তেজগাঁও সিএসডি এর ৩,৪৪,৩৮০ টাকা সর্বমোট ২৫,৯০,১৩৬ টাকা ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

(খ)জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও ২০১০ নং-২৪৪-আইন/২০১০/৫৬৪-মূসক তারিখ: ৩০/০৬/২০১০ খ্রি. এর বিধি-১৮(ঙ)(১) এর খ অনুযায়ী প্রদত্ত লাইসেন্স রেজিস্ট্রেশন, পারমিটে উল্লিখিত শর্তের আওতায় রাজস্ব বন্টন, রয়্যালিটি, কমিশন, চার্জ, ফি বা অন্য কোন ভাবে সমুদয় অর্থের উপর উক্তরূপ সুবিধা গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকট হতে ১৫% হারে উৎসে মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) আদায় করতে হবে।

ওএমএস নীতিমালা অনুযায়ী ওএমএস ডিলারগণ প্রতি কেজি চাল ২২.৫০ টাকা হারে ক্রয় করে ২৪ টাকা হারে বিক্রয় করবে এবং প্রতি কেজি হতে ১.৫০ টাকা কমিশন প্রাপ্ত হবে। উপরে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ ওএমএস কার্যক্রমে প্রতি কেজি চালের ১.৫০ টাকা হারে কমিশন প্রদান করা হলেও উক্ত কমিশন থেকে ভ্যাট আদায় করা হয়নি।
উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, কুষ্টিয়া সদরে মোট ১৮৮৫৫০০ কেজি চাল ওএমএস ডিলারগণ উত্তোলন করে কমিশন প্রাপ্ত হলেও উহার উপর কোন ভ্যাট আদায় না করায় ৪,২৪,২৩৮ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয় ।
অনুরূপভাবে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, শ্রীপুর, মাগুরায় ১,১২,২৭৫ টাকা, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, বাগেরহাটে ১,৪১,০৭৫ টাকা, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, শরনখোলায় ১,৩৫০ টাকা ও এলএসডি, গৌরম্ভা, রামপাল, বাগেরহাটে ১৬,৮৭৫ টাকা, অর্থাৎ উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে কমিশনের উপর ভ্যাট আদায় না করায় সর্বমোট (১,১২,২৭৫+ ১,৪১,০৭৫+ ১,৩৫০+ ১৬,৮৭৫) বা ২,৭১,৫৭৫ টাকা ক্ষতি। অর্থাৎ ২৫,৯০,১৩৬+ ২,৭১,৫৭৫ বা **২৮,৬১,৭১১** টাকা সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

অনিয়মের কারণ :

(১) এসআরও নং-১৬৮/আইন/২০১৩/৬৭২/মূসক, তারিখ : ০৬/০৬/২০১৩ এর SO. ৭২.০০ লঙ্ঘন [বিস্তারিত পরিশিষ্ট- ৭(চ)]।

(২) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও ২০১০ নং-২৪৪-আইন/২০১০/৫৬৪-মূসক তারিখ: ৩০/০৬/২০১০ খ্রি. এর বিধি-১৮(ঙ)(১) এর খ এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, নথিপত্র এবং পর্যালোচনা সাপেক্ষে অডিটকে জানানো হবে। পরবর্তীতে আপত্তিটি চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) এ অন্তর্ভুক্ত করে ২২/০৯/২০১৯ খ্রি. তারিখে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ মোতাবেক নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

আপত্তিতে জড়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ০৮

শিরোনাম : কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার (সিআরটিসি) এর চলাচল সূচির আওতায় প্রেরিত ১৫ মেট্রিক টন চাল খোয়া যাওয়ায় পরিবহণ ঠিকাদারের নিকট হতে ক্ষতির মূল্য আদায় না করায় আর্থিক ক্ষতি ৮,৫১,৩২০ (আট লক্ষ একান্ন হাজার তিনশত বিশ) টাকা।

বিবরণ :

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন খাদ্য অধিদপ্তর এর আওতাধীন আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, রাজশাহীর অধীন সিএসডি সান্তাহার এর ২০১৬-২০১৭ ও ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার (সিআরটিসি) এর চলাচল সূচির আওতায় প্রেরিত ১৫ মেট্রিক টন চাল খোয়া যাওয়ায় পরিবহণ ঠিকাদারের নিকট হতে ক্ষতির মূল্য আদায় না করায় ৮,৫১,৩২০ (আট লক্ষ একান্ন হাজার তিনশত বিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট ৮(ক)]।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় পরিবহণ নথি, ইনভয়েস ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেকর্ডপত্র হতে দেখা যায় যে, সিআরটিসি প্রোগ্রাম নং-২৯৭ তাং-০২/০৫/২০১৭ খ্রি. এর বিপরীতে সিএসডি, সান্তাহার, বগুড়া হতে বড়লেখা এলএসডি, মৌলভীবাজারে বিআরটিসি পরিবহণ ঠিকাদারের মাধ্যমে ইনভয়েস নং-২৮৯২৮৮৫ তে ০৯/০৫/২০১৭ খ্রি. তারিখে ৩০২ বস্তায় ১৫.০০ মেট্রিক টন চাল প্রেরণ করা হয়।

বোঝাই ট্রাকটি পথিমধ্যে খোয়া যায় বলে প্রতিবেদনের মাধ্যমে জানা যায়। নিরীক্ষায় খোয়া যাওয়া পণ্য জমা করা সংক্রান্ত কোন কাগজপত্র পাওয়া যায়নি। সুতরাং ১৫.০০ মেট্রিক টন চাল খোয়া/হারিয়ে যাওয়ায় উক্ত চালের মূল্য বাবদ সরকারের (১৫.০০× ৩৭৮৩৬.৪৪) বা ৫,৬৭,৫৪৬.৬০ টাকা ক্ষাতি সাধিত হয়েছে।

সিআরটিসি পরিবহণ ঠিকাদারের চুক্তির শর্ত নং-৮.৪ ও ৮.৬ মোতাবেক খোয়া যাওয়া পণ্য যথাসময়ে জমা না দেয়ায় উক্ত পণ্যের মূল্যের দেড় গুণ হারে সংশ্লিষ্ট পরিবহণ ঠিকাদারের নিকট হতে ক্ষতির টাকা আদায়যোগ্য। অর্থাৎ পরিবহণ ঠিকাদারের নিকট থেকে (১৫.০০× ৩৭৮৩৬.৪৪) বা ৫,৬৭,৫৪৬.৬×১.৫ বা ৮,৫১,৩১৯ টাকা আদায়যোগ্য।

অনিয়মের কারণ :

সিআরটিসি পরিবহণ ঠিকাদারের চুক্তির শর্ত নং-৮.৪ ও ৮.৬ এর লঙ্ঘন [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৮(খ)]।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

গাড়ী হারালেও পরবর্তীতে পরিবহণ ঠিকাদার উল্লিখিত পরিমাণ চাল নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে দিয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

মালামাল নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছার/প্রাপক কেন্দ্র কর্তৃক খাদ্য শস্য গ্রহণের কোন প্রমাণক না থাকায় খোয়া যাওয়া পণ্যের মূল্য বাবদ আপত্তিকৃত অর্থ আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

আপত্তিকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট পরিবহণ ঠিকাদারের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর : ০৯

শিরোনাম : প্রকল্প সমাপ্তির পর অব্যয়িত ৬,৪০,১৬,৪১৭ (ছয় কোটি চল্লিশ লক্ষ ষোল হাজার চারশত সতের) টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করে বাণিজ্যিক ব্যাংকে এফডিআর করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রকল্প সমাপ্তির পর অব্যয়িত অর্থ ৬,৪০,১৬,৪১৭ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করে বাণিজ্যিক ব্যাংকে এফডিআর করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

উল্লিখিত অফিসের প্রকল্প সংক্রান্ত ডকুমেন্টস নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, অর্থ বিভাগের স্মারক নং- ০৭.১১১.০৩১.০১.০০.০৬১.২০১২-৫১৮ তারিখ: ২০/০৬/২০১৮ খ্রি. এর মাধ্যমে জারিকৃত "উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহার নির্দেশিকা" এর ক্রমিক নং ১৫ তে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ, সরকারি দপ্তর/অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের অব্যয়িত সমুদয় অর্থ ৩০ জুন তারিখের মধ্যে (সিএও বরাবর আদেশ জারির মাধ্যমে) সমর্পণ করতে হবে এবং বিবরণীর কপি অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ অনতিবিলম্বে সরকারি কোষাগারে জমার বাধ্যবাধকতা থাকলেও এক্ষেত্রে উক্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করে বাণিজ্যিক ব্যাংকে এফডিআর করা হয়েছে।

এছাড়া অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের উন্নয়ন শাখার ২৩/১০/১৫ খ্রি. তারিখের স্মারক নং অম/অবি/উঃগঃশাঃ/০৩/৯৪/২৫৩ (২০০) মোতাবেক অর্জিত সুদ সরকারি কোষাগারে জমা করতে হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে অর্জিত সুদও সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়নি [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৯(ক)]।

অনিয়মের কারণ :

অর্থ বিভাগের স্মারক নং- ০৭.১১১.০৩১.০১.০০.০৬১.২০১২-৫১৮ তারিখ: ২০/০৬/২০১৮ খ্রি.এর মাধ্যমে জারিকৃত "উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহার নির্দেশিকা" এর ক্রমিক নং ১৫ এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

পরবর্তীতে অত্র কার্যালয়ের সিদ্ধান্ত নিরীক্ষাকে জানানো হবে। ১৬/৭/২০১৯ খ্রি. তারিখে অনুচ্ছেদটি সচিব মহোদয় বরাবর প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি এ বিষয়ে কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

প্রকল্পের অব্যয়িত সমুদয় অর্থ ৩০ জুন তারিখের মধ্যে সরকারি কোষাগারে জমা না করে বাণিজ্যিক ব্যাংকে এফডিআর করে উল্লিখিত আদেশের সুস্পষ্টভাবে লঙ্ঘন করা হয়েছে। তাছাড়া উক্ত অর্থ এফডিআর করার ফলে অর্জিত সুদও সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

আপত্তিকৃত অব্যয়িত এবং এফডিআরকৃত অর্থ এবং এ থেকে প্রাপ্ত সুদ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অংশ

পরিশিষ্টসমূহ

অনুচ্ছেদ নম্বর-০১
পরিশিষ্ট-০১(ক)

মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর এর কার্যালয়
অব্যবহৃত বস্তা মজুদ থাকা সত্ত্বেও অপ্রয়োজনীয় বস্তা ক্রয়ের বিবরণী:

অর্থ বছর	বস্তার বিবরণ		মোট বস্তার পরিমাণ ও মূল্য	৩০.০৬.২০১৭ পর্যন্ত ব্যবহার	অব্যবহৃত স্থিতি
	৫০ কেজি	৩০ কেজি			
১	২	৩	৪	৫	৬
২০১৫-২০১৬	৫.০০ কোটি পিস	১.০০ কোটি	৬.০০ কোটি পিস মূল্য-৩০৩৯৩.৬৭ লক্ষ টাকা	৩৩১.৪৩লক্ষ পিস	২৬৮.৫৮ লক্ষ পিস
২০১৬-২০১৭	৪.৫০ কোটি পিস	৩.৫০ কোটি	৮.০০ কোটি পিস মূল্য-৩৭০৬৬.৬১ লক্ষ টাকা	৩২২.৬১ লক্ষ পিস	৪৭৭.৩৯ লক্ষ পিস
৩০ জুন, ২০১৭ তারিখে অব্যবহৃত মজুদ					৭৪৫.৯৭ লক্ষ পিস
২০১৭-২০১৮	১.০০ কোটি পিস	৩.৭০ কোটি	৪.৭০ কোটি পিস মূল্য-২১৯৬৭.৪১ লক্ষ টাকা		

জিএফআর, বিধি-১০. সরকারি তহবিল হইতে অর্থ ব্যয়ে কিংবা ব্যয়ের অনুমতি প্রদানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রত্যেক কর্মকর্তা উচ্চ আর্থিক যথার্থতার মানদন্ড দ্বারা পরিচালিত হইবেন। এক্ষেত্রে যে সকল নীতির উপর সাধারণত গুরুত্ব আরোপ করা হয় তাহা নিম্নরূপ:

(১) একজন দূরদর্শী ব্যক্তি নিজস্ব অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে যেরূপ সতর্কতা অবলম্বন করেন সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সরকারি কর্মকর্তা অনুরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিবেন।

(২) দৃশ্যত প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় সমীচীন নয়।

(৩) ব্যয়মঞ্জুরির ক্ষমতা প্রয়োগকালে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে নিজের জন্য সুবিধাজনক হইবে এমন আদেশ দেওয়া কোন কর্তৃপক্ষের সমীচীন নয়।

(৪) সরকারি অর্থ কোন ব্যক্তিবিশেষ অথবা সমাজের একটি অংশ বিশেষের সুবিধার জন্য ব্যবহৃত হওয়া সমীচীন নয় যদি না

১. জড়িত ব্যয়ের অঙ্ক নগণ্য হয়, অথবা

২. আদালতে বলবৎযোগ্য কোন দাবি হয়, অথবা

৩. ব্যয় স্বীকৃত নীতি বা রীতি অনুযায়ী হয়।

(৫) কোন বিশেষ ধরনের খরচ মিটানোর জন্য মঞ্জুরকৃত ভাতা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতে হইবে যাহাতে ঐ ভাতা সঠিকভাবে প্রাপকের আয়ের উৎসে পর্যবসিত না হয়।

পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি-১৫(২) : ক্রয়কারী ক্রয় পদ্ধতি নির্ধারণ এবং পণ্যের প্যাকেজ একত্রীকরণের ক্ষেত্রে, নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবে :

(ঝ) ক্রয়ের জরুরী প্রয়োজনীয়তা;

(ঞ) প্রাপকের ভান্ডারের ধারণক্ষমতা এবং প্রস্তাবিত সরবরাহের শর্তাদি ও সময়-তালিকা; এবং ১৫(৭) : ক্রয়কারী, কার্যের ক্ষেত্রে, ক্রয় পদ্ধতি নির্ধারণে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবে :

(ছ) প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়।

অনুচ্ছেদ নম্বর-০২

পরিশিষ্ট-০২(ক)

মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর এর কার্যালয়

বাংলাদেশ ব্যাংকের রেট বহির্ভূত উচ্চ মূল্যে ডলার কনভার্শন করায় ১৫,৫৮,২৭,৩৩৯ টাকা ক্ষতির বিবরণী:

পাতা-০১

চুক্তি/প্যাকেজ নং ঠিকাদার বিবরণ	মঞ্জুরি/তাং	পরিশোধ তারিখ পরিশোধিত রেইট	দিনের হিস্ট্রি রেইট	অতিরিক্ত রেইট	মোট অতিরিক্ত পরিশোধ
১	২	৩	৪	৫	৬
চুক্তি ২১৭৪/০৫-০৯.১৭ প্যাকেজ -০৩/১৭-১৮ M/s AgroCorp, 5000 মেট্রিক টন গম	৩৩৯২ ০৬.১১.১৭	০৭.১১.১৭ ৮১.৯৫	০৭.১১.১৭ ৮০.৯৫	৮১.৯৫-৮০.৯৫ = ১.০০	LC- 033017010460/ 7.9.17 $৬৮৭২৭৭৩.১৫×১.০০ = ৬৮৭২৭৭৩ টাকা
	৩৫৮৯ ২৯.১১.১৭	০৪.১২.১৭ ৮২.৯৫	০৪.১২.১৭ ৮২.৩০	৮২.৯৫-২.৩০ = ০.৬৫	$৪৫৮১৮৪৮.৭৬×০.৬৫ = ২৯৭৮২০১ টাকা
	১১২ ১৫.০১.১৮	১৭.০১.১৮ ৮৩.২০	১৭.০১.১৮ ৮২.৮৩	৮৩.২০-২.৮৩ = ০.৩৭	$১০৭৬৭৯২.১৭×০.৩৭ = ৩৯৮৪১৩ টাকা
					মোট= ১,০২,৪৯,৩৮৭
চুক্তি ১৯৫৭/১০.০৮.১৭ প্যাকেজ-০১/১৭-১৮ M/s Aston, 5000 মেট্রিক টন গম	৩২০৪ ১২.১০.১৭	১৬.১০.১৭ ৮১.৮০	১৬.১০.১৭ ৮০.৮১	৮১.৮০-৮০.৮১ = ০.৯৯	LC- 033017010413/ 13.8.17 $৭১৮০০০৫.৫৮×০.৯৯ = ৭১০৮২০৫ টাকা
	৩৩৮৪ ০৬.১১.১৭	০৬.১১.১৭ ৮১.৯৫	০৬.১১.১৭ ৮০.৯২	৮১.৯৫-৮০.৯২ = ১.০৩	$৪৭৮৬৬৭০.৪৬×১.০৩ = ৪৯৩০২৭০ টাকা
	৩৫৯০ ২৯.১১.১৭	০৪.১২.১৭ ৮২.৯৫	০৪.১২.১৭ ৮২.৩০	৮২.৯৫-২.৩০ = ০.৬৫	$১২৪৯০৯৬.৬৭×০.৬৫ = ৮১১৯১৩ টাকা
					মোট = ১,২৮,৫০,৩৮৮
চুক্তি ২১১৬/২৮.৮.১৭ প্যাকেজ-০২/১৭-১৮ M/s Aston, 5000 মেট্রিক টন গম	৩৩.৮৫ ২.১১.১৭	০৬.১১.১৭ ৮১.৯৫	৬.১১.১৭ ৮০.৯২	৮১.৯৫-৮০.৯২ = ১.০৩	LC- 033017010453/29.8.17 $৭১১৫৮৫০×১.০৩ = ৭৩২৯৩২৫ টাকা
	৩৪৭১ ২০.১১.১৭	২২.১১.১৭ ৮২.৮০	২২.১১.১৭ ৮১.৬০	৮২.৮০-৮১.৬০ = ১.২০	$৪৭৪৩৯০০×১.২০ = ৫৬,৯২,৯৮০ টাকা
	৩৭২৫ ১৮.১২.১৭	২১.১২.১৭ ৮৩.২০	২১.১২.১৭ ৮২.৭০	৮৩.২০-৮২.৭০ = ০.৫০	$১১০৯৪৫৮.৪১×০.৫০ = ৫,৫৪,৭২৯ টাকা
					মোট = ১,৩৫,৭৬,৭৩৪
চুক্তি ১৫৬০/১৯.০৬.১৭ প্যাকেজ-০১/১৭-১৮ M/s Sukhbir, 5000 মেট্রিক টন চাল	২০৩৪ ২২.৮.১৭	২৮.৮.১৭ ৮১.৭৫	২৮.৮.১৭ ৮০.৭০	৮১.৭৫-৮০.৭০ = ১.০৫	LC- $১৮১০১৯০.৫৬×১.০৫ = ১৯০০৭০০ টাকা
	২২০৫ ৭.৯.১৭	১১.৯.১৭ ৮১.৭৫	১১.৯.১৭ ৮০.৭০	৮১.৭৫-৮০.৭০ = ১.০৫	$৪৪৬৬৭৫৪×১.০৫ = ৪৬৯০০৯১ টাকা

চুক্তি/প্যাকেজ নং ঠিকাদার বিবরণ	মঞ্জুরি/তাং	পরিশোধ তারিখ পরিশোধিত রেইট	দিনের হিস্ট্রি রেইট	অতিরিক্ত রেইট	মোট অতিরিক্ত পরিশোধ
১	২	৩	৪	৫	৬
	৩১১৩ ৪.১০.১৭	৫.১০.১৭ ৮১.৮০	৫.১০.১৭ ৮০.৮০	৮১.৮০-৮০.৮০ = ১.০০	$৯২০৭১৫৪.৪৪×১.০০ = ৯২০৭১৫৪ টাকা
	৩২৫৯ ১৭.১০.১৭	১৮.১০.১৭ ৮১.৮০	১৮.১০.১৭ ৮০.৮৩	৮১.৮০-৮০.৮৩ = ০.৯৭	$১৮৮৬৮১৮.৫০×০.৯৭ = ১৮৩০২১৪ টাকা
	৩২৭৬ ১৯.১০.১৭	২৩.১০.১৭ ৮১.৮৫	২৩.১০.১৭ ৮০.৮৫	৮১.৮৫-৮০.৮৫ = ১.০০	$৬৮৮৭৪৮.২২×১.০০ = ৬৮৮৭৪৮ টাকা
	৩৭৪৮ ২০.১২.১৭	২৬.১২.১৭ ৮৩.২০	২৬.১২.১৭ ৮২.৭০	৮৩.২০-৮২.৭০ = ০.৫০	$১১৫৯৯৩১.৭৩×০.৫০ = ৫৭৯৯৬৬ টাকা
					মোট = ১,৮৮,৯৬,৮৭৩
চুক্তি ১৫৬০/১৯.৬.১৭ প্যাকেজ-০১/১৭-১৮ M/s Sukhbir, 5000 মেট্রিক টন চাল	২০৩৪ ২২.৮.১৭	২৮.৮.১৭ ৮১.৭৫	২৮.৮.১৭ ৮০.৭০	৮১.৭৫-৮০.৭০ = ১.০৫	LC-$৮০১০১৯০.৫৬×১.০৫ = ৮৪১০৭০০ টাকা
	২২০৫ ৭.৯.১৭	১১.৯.১৭ ৮১.৭৫	১১.৯.১৭ ৮০.৭০	৮১.৭৫-৮০.৭০ = ১.০৫	$৪৪৬৬৭৫৪×১.০৫ = ৪৬৯০০৯১ টাকা
	৩১১৩ ৪.১০.১৭	৫.১০.১৭ ৮১.৮০	৫.১০.১৭ ৮০.৮০	৮১.৮০-৮০.৮০ = ১.০০	$৯২০৭১৫৪.৪৪×১.০০ = ৯২০৭১৫৪ টাকা
	৩২৫৯ ১৭.১০.১৭	১৮.১০.১৭ ৮১.৮০	১৮.১০.১৭ ৮০.৮৩	৮১.৮০-৮০.৮৩ = ০.৯৭	$১৮৮৬৮১৮.৫০×০.৯৭ = ১৮৩০২১৪ টাকা
	৩২৭৬ ১৯.১০.১৭	২৩.১০.১৭ ৮১.৮৫	২৩.১০.১৭ ৮০.৮৫	৮১.৮৫-৮০.৮৫ = ১.০০	$৬৮৮৭৪৮.২২×১.০০ = ৬৮৮৭৪৮ টাকা
	৩৭৪৮ ২০.১২.১৭	২৬.১২.১৭ ৮৩.২০	২৬.১২.১৭ ৮২.৭০	৮৩.২০-৮২.৭০ = ০.৫০	$১১৫৯৯৩১.৭৩×০.৫০ = ৫৭৯৯৬৬ টাকা
					মোট = ২,৫৪,০৬,৮৭৩

চুক্তি ১৪৮০/১৩.৬.১৭ প্যাকেজ-০২/১৭-১৮ M/S Agro Corp Int., 5000 মেট্রিক টন চাল	২১১৭ ২৮.৮.১৭	৩০.৮.১৭ ৮১.৭৫	৩০.৮.১৭ ৮০.৭০	৮১.৭৫-৮০.৭৫ = ১.০৫	LC- $৩৬৫৮৩২০×১.০৫ = ৩৮৪১২৩৬ টাকা
	২১৫৩ ৩০.৮.১৭	৩১.৮.১৭ ৮১.৭৫	৩১.৮.১৭ ৮০.৭০	৮১.৭৫-৮০.৭০ = ১.০৫	$২২৮৬৪৫০×১.০৫ = ২৪০০৭৭২ টাকা
	২২৬৪ ১৪.১.১৭	১৯.৯.১৭ ৮১.৭০	১৯.৯.১৭ ৮০.৭৫	৮১.৭০-৮০.৭৫ = ০.৯৫	$১৯২০৬১৮×০.৯৫ = ১৮২৪৫৮৭ টাকা
	৩০১১ ২১.৯.১৭	২৫.৯.১৭ ৮১.৮০	২৫.৯.১৭ ৮০.৮০	৮১.৮০-৮০.৮০ = ১.০০	$৯৫১৫৬৩২×১.০০ = ৯৫১৫৬৩২ টাকা
	৩৫৬০ ২৭.১১.১৭	২৯.১১.১৭ ৮২.৯৫	২৯.১১.১৭ ৮২.৩০	৮২.৯৫-৮২.৩০ = ০.৬৫	$১৮৯৩৫২২.৮৬×০.৬৫ = ১২৩০৭৯০ টাকা

					মোট = ১,৮৮,১৩,০১৭
চুক্তি ১৭৩১/১৬.০৭.১৭ প্যাকেজ-০৩/১৬-১৭ Alam International 5000 মেট্রিক টন চাল	৩০৪৫ ২১.৯.১৭	২৫.৯.১৭ ৮১.৮০	২৫.৯.১৭ ৮০.৮০	৮১.৮০-৮০.৮০ = ১.০০	LC- $২০০২৯৯৫×১.০০ = ২০০২৯৯৫ টাকা
	৩৪৮৯ ২২.১১.১৭	২৩.১১.১৭ ৮২.৯৫	২৩.১১.১৭ ৮১.৬০	৮১.৯৫-৮১.৬০ = ১.৩৫	$৫৯৬৮৯২৫×১.৩৫ = ৮০৫৮০৪৯ টাকা
	৩৭৩৬ ১৯.১২.১৭	২৬.১২.১৭ ৮৩.২০	২৬.১২.১৭ ৮২.৭০	৮৩.২০-৮২.৭০ = ০.৫০	$১৯৪৬৭.৫০×০.৫০ = ৯৭৩৩.৭৫ টাকা
	৩৪৭ ১৫.২.১৮	১৯.২.১৮ ৮৩.৪৫	১৯.২.১৮ ৮২.৯৪	৮৩.৪৫-৮২.৯৪ = ০.৫১	$২২৫৮০১৮.১৬×০.৫১ = ১১৫১৫৮৯ টাকা
					মোট = ১,১২,২২,৩৬৭
চুক্তি ১৮৭৪/৩১.৭.১৭ প্যাকেজ-০৪/১৭-১৮ M/S Phoenex 5000 মেট্রিক টন চাল	৩২৯৫ ২৪.১০.১৭	২৫.১০.১৭ ৮১.৮৫	২৫.১০.১৭ ৮০.৮৫	৮১.৮৫-৮০.৮৫ = ১.০০	LC- $৬৯৬৬০০০×১.০০ = ৬৯৬৬০০০ টাকা
	৩৩৯৬ ৬.১১.১৭	৭.১১.১৭ ৮১.৯৫	৭.১১.১৭ ৮০.৯৫	৮১.৯৫-৮০.৯৫ = ১.০০	$১১৬১০০০০×১.০০ = ১১৬১০০০০ টাকা
	৩৭৭৯ ২১.১২.১৭	২৭.১২.১৭ ৮৩.২০	২৭.১২.১৭ ৮২.৭০	৮৩.২০-৮২.৭০ = ০.৫০	$২০৩৫৬১৩.৯৮×০.৫০ = ১০১৭৮০৭ টাকা
					মোট = ১,৯৫,৯৩,৮০৭
চুক্তি ৩১৯৫/১১.১০.১৭ প্যাকেজ-০৪/১৭-১৮ Siam Rice Trade Co. Ltd. 5000 মেট্রিক টন চাল	৩৭১৮ ১৮.১২.১৭	১৯.১২.১৭ ৮৩.২০	১৯.১২.১৭ ৮২.৭০	৮৩.২০-৮২.৭০ = ০.৫০	LC- $৭৬৪৭৪৮০×০.৫০ = ৩৮২৩৭৪০ টাকা
	৩৮২২ ২৮.১২.১৭	০২.০১.১৮ ৮৩.২০	০২.০১.১৮ ৮২.৭০	৮৩.২০-৮২.৭০ = ০.৫০	$১২৮৫০৯২০×০.৫০ = ৬৪২৫৪৬০ টাকা
	৩৫২ ১৫.০২.১৮	১৯.০২.১৮ ৮৩.৪৫	১৯.০২.১৮ ৮২.৯৪	৮৩.৪৫-৮২.৯৪ = ০.৫১	$২১৪৯৯৮৫.৬৮×০.৫১ = ১০৯৬৪৯৩ টাকা
					মোট = ১১৩৪৫৬৯৩
চুক্তি ২২৪৫/১৩.০৯.১৭ প্যাকেজ-০৩/১৭-১৮ M/S Reginton Enterprise 5000 মেট্রিক টন চাল	৪৩ ৭.১.১৮	৮.১.১৮ ৮৩.২০	৪.১.১৮ ৮২.৭৫	৮৩.২০-৮২.৭৫ = ০.৪৫	LC- $১১০১৩০৩০×০.৪৫ = ৪৯৫৫৮৬৩ টাকা
	২৪৭ ৩১.১.১৮	৪.২.১৮ ৮৩.৩৫	৪.২.১৮ ৮২.৯০	৮৩.৩৫-৮২.৯০ = ০.৪৫	$৩২০৪০৯৪.২৪×০.৪৫ = ১৪৪১৮৪২ টাকা
	৩০২ ১১.২.১৮	১৩.০২.১৮ ৮৩.৩৫	১৩.০২.১৮ ৮২.৯০	৮৩.৩৫-৮২.৯০ = ০.৪৫	$৮০৩৮১১১.০০×০.৪৫ = ৩৬১৭১৫০ টাকা
	৭৩৮ ২২.৪.১৮	২৩.৪.১৮ ৮৩.৫০	২৩.০৪.১৮ ৮২.৯৮	৮৩.৫০-৮২.৯৮ = ০.৫২	$৪৪৮৭৭৮.৯৩×০.৫২ = ২৩৩৩৬৫ টাকা
	৬০৪ ২.৪.১৮	৩.৪.১৮ ৮৩.৫০	৩.৪.১৮ ৮২.৯৬	৮৩.৫০-৮২.৯৬ = ০.৫৪	$১৫২৬১৩৬.৩৫×০.৫৪ = ৮২৪১১৪ টাকা
					মোট = ১,১০৭২৩৩৪
চুক্তি ৩২৭৫/১৯.১০.১৭ প্যাকেজ-০৫/১৭-১৮ M/S Robiul Is. 5000 মেট্রিক টন চাল	৬১৬ ৩.৪.১৮	১০.৪.১৮ ৮৩.৫০	১০.৪.১৮ ৮২.৯৮	৮৩.৫০-৮২.৯৮ = ০.৫২	LC- $১৯২২৯৮৫×০.৫২ = ৯৯৯৯৫২ টাকা
	৭৬১ ২৪.৪.১৮	২৪.৪.১৮ ৮৩.৫০	৩০.৪.১৮ ৮২.৯৮	৮৩.৫০-৮২.৯৮ = ০.৫২	$৩৪৬১৩৭৩×০.৫২ = ১৭৯৯৯১৪ টাকা
					মোট =২৭,৯৯,৮৬৬
				পাতা-১+২+৩ সর্বমোট =	**১৫,৫৮,২৭,৩৩৯ টাকা**
কথায় : পনের কোটি আটান্ন লক্ষ সাতাশ হাজার তিনশত উনচল্লিশ টাকা					

জিএফআর এর বিধি-১০. সরকারি তহবিল হইতে অর্থ ব্যয়ে কিংবা ব্যয়ের অনুমতি প্রদানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রত্যেক কর্মকর্তা উচ্চ আর্থিক যথার্থতার মানদন্ড দ্বারা পরিচালিত হইবেন। এক্ষেত্রে যে সকল নীতির উপর সাধারণত গুরুত্ব আরোপ করা হয় তাহা নিম্নরূপ:

(১) একজন দূরদর্শী ব্যক্তি নিজস্ব অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে যেরূপ সতর্কতা অবলম্বন করেন সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সরকারি কর্মকর্তা অনুরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিবেন।

(২) দৃশ্যত প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় সমীচীন নয়।

(৩) ব্যয়মঞ্জুরির ক্ষমতা প্রয়োগকালে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে নিজের জন্য সুবিধাজনক হইবে এমন আদেশ দেওয়া কোন কর্তৃপক্ষের সমীচীন নয়।

(৪) সরকারি অর্থ কোন ব্যক্তিবিশেষ অথবা সমাজের একটি অংশবিশেষের সুবিধার জন্য ব্যবহৃত হওয়া সমীচীন নয় যদি না

১. জড়িত ব্যয়ের অঙ্ক নগণ্য হয়, অথবা

২. আদালতে বলবৎযোগ্য কোন দাবি হয়, অথবা

৩. ব্যয় স্বীকৃত নীতি বা রীতি অনুযায়ী হয়।

(৫) কোন বিশেষ ধরনের খরচ মিটানোর জন্য মঞ্জুরকৃত ভাতা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতে হইবে যাহাতে ঐ ভাতা সঠিকভাবে প্রাপকের আয়ের উৎসে পর্যবসিত না হয়।

অনুচ্ছেদ নম্বর-০৩
পরিশিষ্ট-০৩(ক)

মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর এর কার্যালয়
বিনির্দেশ অপেক্ষা নিম্নমানের গম ক্রয়ের বিবরণী:

প্যাকেজ/চুক্তি নং	ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান	PG বিবরণ	খাবার অযোগ্য	মূল্য পরিশোধ
১	২	৩	৪	৫
প্যাকেজ ০৪/১৭-১৮ চুক্তি নং-৩৬৯০ তারিখ : ১৪/১২/১৭খ্রি.	M/S Sing Song Cor. 50,000 MT গম	No. 923002629/ 12.12.17 $ 644044	১২,৩৪৩ মেট্রিক টন + ৮,৬৫৩মেট্রিক টন	৮,৬৫৩ মেট্রিক টন টাকা ১৭,৭২,৭১,৬৩১
কথায়: সতের কোটি বাহাত্তর লক্ষ একাত্তর হাজার ছয়শত একত্রিশ টাকা				

Government of the People's Republic of Bangladesh
Regional Food testing Laboratory
Office of the Regional Controller of Food
Chittagong Division, Chittagong.

Report No. RFTL/Lab: Analysis/Wheat-34/2018

Date: 31.03.201

Analysis report of primary Wheat sample

01. Name of the vessel : M.V. SUPRASTAR
02. Date of arrival at outer anchorage : 15.02.2018
03. Commodity : Wheat in bulk.
04. Country of origin : Russia.
05. B/L quantity : 21,000 M.T.
06. Source: Contract no : 13.01.0000.093.46.31.17-3690 Dated: 14.12.2017
07. Name of the supplier : M/s. Singsong Food Corporation. Korea.
08. Loading Port : Novorossiysk, Russia.
09. Place of sampling : At Silo Jetty, Chittagong.
10. Date of sampling : 31.03.2018
11. Sample drawn by : Assistant Chemist, Food, Chittagong & Suppliers representative.
12. Sample registration no : RFTL/R-34/2018 dated: 31.03.2018
13. Date of testing in the laboratory : 31.03.2018
14. Results :

Quality parameters	Contract specification	Rejection	Results
1. Test weight	76.0Kg/hl min.	below 76.0Kg/hl	77.4kg/hl
2. Damaged kernels	3.0% max.	above 3.0%	2.14%
3. Foreign material	0.7% max.	above 0.7%	1.70%
4. Shrunken & broken kernels	4.0% max.	above 4.0%	1.33%
5. Contrasting classes	2.0% max.	above 2.0%	0.83%
6. Wheat of other classes (including contrasting classes)	4.0% max.	above 4.0%	3.19%
7. Protein content (at Dry Matter Basis)	12.5% min.	below 12.5%	12.61%
8. Moisture content	13.5% max.	above 13.5%	12.28%
9. Dockage	1.0% max.	above 1.0%	0.42%

Remarks: The Foreign material of the tested sample does not conform to the contract specification, i.e. the percentage (%) of foreign material is above rejection limit.

31.3.18

(Pulash Kumar Dutta)
Laboratory Technician
Regional Food Testing Laboratory
Regional Controller of Food Office
Chittagong Division, Chittagong

31/03/18

(Md. Rafiqul Islam)
Assistant Chemist
Regional Controller of Food Office
Chittagong Division, Chittagong

অনুচ্ছেদ নম্বর-০৪

পরিশিষ্ট-০৪(ক)

বিভিন্ন এলএসডি ও সিএসডিতে চাল ও গম আত্মসাৎ এর বিবরণী:
(খাদ্য অধিদপ্তর ২০১৭-১৮)

ক্রমিক নং	আত্মসাৎকৃত কর্মকর্তার নাম ও পদবী	আত্মসাৎকৃত ব্যক্তি যে অফিসের দায়িত্বে ছিলেন	আত্মসাৎকৃত চাউলের পরিমাণ	আত্মসাৎকৃত গমের পরিমাণ	চাউল/গমের মূল্য একক হারে (টাকা)	চাউল/গমের মূল্য দ্বিগুণ হারে (টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০১	একে এম মহিউদ্দিন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, চান্দিনা	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, চান্দিনা, কুমিল্লা	২৯.২২৫ মেট্রিক টন	৫৯.৮৪০ মেট্রিক টন	২১,১৮,৪০৪.৬৬	৪২,৩৬,৮০৯.৩২
০২	এ কে এম মহিউদ্দিন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, দৌলতগঞ্জ	দৌলতগঞ্জ,লাকসাম	৮৬৮.০০০ মেট্রিক টন	৬৮০.৬০৩ মেট্রিক টন	৫,২০,৫৭,০৯০.৭৭	১০,৪১,১৪,১৮১.৫৪
০৩	এ কে এম মহিউদ্দিন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, দৌলতগঞ্জ	চাঁদপুর, সিএসডি, চাঁদপুর	৪৫৩.০০০ মেট্রিক টন	৫৪৫.৮৪২ মেট্রিক টন	৩,৩৯,৯৭,৬২৩.০৬	৬,৭৯,৯৫,২৪৬.১২
					সর্বমোট	১৭,৬৩,৪৬,২৩৭
	কথায়: সতের কোটি তেষট্টি লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার দুইশত সাঁইত্রিশ টাকা					

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
প্রশাসন বিভাগ
১৬, আবদুল গণি রোড, ঢাকা
www.dgfood.gov.bd

স্মারক নং ১৩.০১.০০০০.০৩৩.২৭.১১৮.১৭ - ৭৭৬ তারিখঃ-২৭/১২/২০১

"আদেশ"

যেহেতু, জনাব এ. কে. এম মহিউদ্দিন, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (চলতি দায়িত্ব), (সাময়িক বরখাস্ত), কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে গত ১৭/১০/২০০৮ হতে ২৭/০৯/২০১১ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত চান্দিনা এলএসডি, চান্দিনা, কুমিল্লায় কর্মরত ছিলেন। অভ্যন্তরীণ বিশেষ নিরীক্ষা দল কর্তৃক এলএসডিতে উক্ত সময়ের চাল ও গম আত্মসাতের ঘটনা উত্থাপিত হয়। ঘটনার বিস্তারিত তদন্তের নিমিত্ত খাদ্য অধিদপ্তরের ১১/০৭/২০১৭ খ্রি. তারিখের ২৯৩৯ নং স্মারকে ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী তিনি উক্ত এলএসডি'র ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে মোট ২৯.২২৫ মেঃ টন চাল ও ৫৯.৮৪০ মেঃ টন গম ভি-ইনভয়েস প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎ করেন। একই অভিযোগে চান্দিনা থানায় তার বিরুদ্ধে ১০/০৮/২০১৭ খ্রি. তারিখে ২৪/৩৩৮নং এফ.আই.আর দায়ের করা হয়;

যেহেতু, তার কর্মকালে বিভিন্ন কেন্দ্র হতে ০৬টি ভি-ইনভয়েসে প্রেরিত চাল ও গম চান্দিনা এলএসডিতে গ্রহণ দেখিয়ে ভি-ইনভয়েসের প্রাপক অংশে তিনি স্বাক্ষর করে পণ্য বুঝে নেন; কিন্তু পণ্যের হিসাব সেন্ট্রাল লেজার, গুদাম লেজার, খামাল কার্ড এবং অন্যান্য রেকর্ডপত্রে রেকর্ডভুক্ত করেননি। এভাবে সুকৌশলে ০৬টি ভি-ইনভয়েসে ২৯.২২৫ মেঃ টন চাল ও ৫৯.৮৪০ মেঃ টন গম আত্মসাৎ করেন;

যেহেতু, তিনি তার হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে উক্ত এলএসডির খামাল কার্ড, গল, সেন্ট্রাল লেজার, এলইউএ বহি, ভি-ইনভয়েস, সাপ্তাহিক প্রাপ্তি বিবরণী, সাপ্তাহিক মজুত প্রতিবেদন, পরিদর্শন বহি, ইস্যু রেজিস্টার, পত্র প্রাপ্তি রেজিস্টার ইত্যাদি এলএসডি'র অফিসের বদলে কুমিল্লা শহরস্থ নিজ বাসায় রেখে দেন। তাছাড়া উক্ত এলএসডির সাপ্তাহিক প্রাপ্তি বিবরণী ও ভি-ইনভয়েস বিবরণী নিয়মিতভাবে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, কুমিল্লায় প্রেরণ করেননি;

যেহেতু, উল্লিখিত আত্মসাতের জন্য তিনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী। আত্মসাতকৃত ২৯.২২৫ মেঃ টন চাল ও ৫৯.৮৪০ মেঃ টন গমের মূল্য দন্ডমূলক দ্বিগুণহারে ৪২,৩৬,৮০৯.৩২ (বিয়াল্লিশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার আটশ নয় টাকা বত্রিশ পয়সা) টাকা তার নিকট হতে আদায়যোগ্য। উল্লিখিত কারণে খাদ্য অধিদপ্তরের ২১/০৯/২০১৭ খ্রি. তারিখের ৮৯৯ নং স্মারকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (এ), (বি) ও (ডি) ধারা মোতাবেক অদক্ষতা, অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা আনয়ন করা হয়;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলার প্রেক্ষিতে তিনি লিখিত জবাব দাখিল না করায় বিভাগীয় মামলার অভিযোগসমূহ ০৩ (তিন) সদস্যের তদন্ত বোর্ড কর্তৃক তদন্ত করানো হয়। তদন্ত বোর্ড সংশ্লিষ্টদের উপস্থিতিতে যাবতীয় রেকর্ডপত্রের আলোকে তদন্তকার্য সম্পন্ন করে প্রতিবেদনসহ যাবতীয় রেকর্ডপত্র দাখিল করে। দাখিলকৃত প্রতিবেদনে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে তদন্ত বোর্ড মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, ইতোমধ্যে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা' ২০১৮ প্রণীত হয়েছে। ফলে বিভাগীয় মামলার অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং যাবতীয় রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি ক্ষতি দন্ডমূলক দ্বিগুণহারে ৪২,৩৬,৮০৯.৩২ (বিয়াল্লিশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার আটশ নয় টাকা বত্রিশ পয়সা) টাকা তার নিকট হতে আদায়সহ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা' ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩(ঘ) মোতাবেক তাকে চাকরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না তা উল্লেখ পূর্বক জবাব প্রদানের জন্য খাদ্য অধিদপ্তরের ১৭/০৫/২০১৮ খ্রি. তারিখের ৩২৪ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলার দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত বিভাগীয় মামলার দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তা বাহক মারফত অভিযুক্তের ছোট ভাইয়ের নিকট পৌঁছানো হয়। পরবর্তীতে উক্ত দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশটি গত ১৩/১২/২০১৮ খ্রি. তারিখে "দৈনিক জনকণ্ঠ" ও "দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ" পত্রিকায় প্রচার করা হয় এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে গত ১৮/১২/১৮ খ্রি. তারিখ অভিযুক্তের সর্বশেষ জ্ঞাত বাসস্থানের সহজে দৃষ্টিগোচর স্থানে লটকিয়ে জারী করা হয়। তথাপিও অভিযুক্ত জবাব প্রদান করেননি;

(চলমান পাতা)

যেহেতু, বিভাগীয় মামলার অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন, দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ এবং তৎসংলগ্ন রেকর্ডপত্রাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনায় সরকারি ক্ষতি দন্ডমূলক দ্বিগুণহারে ৪২,৩৬,৮০৯.৩২ (বিয়াল্লিশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার আটশ নয় টাকা বত্রিশ পয়সা) টাকা তার নিকট হতে আদায়সহ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা' ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ২(ঘ) মোতাবেক তাকে বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য অবনমিতকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

এক্ষণে, সেহেতু, জনাব এ. কে. এম মহিউদ্দিন, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (চলতি দায়িত্ব), (সাময়িক বরখাস্ত), কুমিল্লা সদর দক্ষিণ প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, চান্দিনা এলএসডি, কুমিল্লা এর বিরুদ্ধে আনীত বিভাগীয় মামলাটি নিম্নরূপ আদেশ প্রদান করে নিষ্পত্তি করা হলোঃ

(ক) তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা' ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ২(ঘ) মোতাবেক বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য অবনমিতকরণ করা হলো। মেয়াদান্তে অবনমিতকরণের পূর্ববর্তী চাকরিকাল এবং অবনমিতকরণ কাল (পাঁচ বছর) বার্ষিক বর্ধিত বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনা করা যাবে না;

(খ) সরকারি ক্ষতি দন্ডমূলক দ্বিগুণহারে ৪২,৩৬,৮০৯.৩২ (বিয়াল্লিশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার আটশ নয় টাকা বত্রিশ পয়সা) টাকা তার নিকট হতে আদায়ের আদেশ প্রদান করা হলো। উক্ত টাকা আগামী ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য তাকে আদেশ দেয়া হলো। ব্যর্থতায় মানিস্যুটের মাধ্যমে আদায় করতে হবে; ও

(গ) তার সাময়িক বরখাস্তকালের বিষয়টি ফৌজদারী মামলার ফলাফলের উপর নির্ভর করবে।

এ আদেশ তার চাকরি বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

২৭.১২.১৮

(মোঃ আরিফুর রহমান অপু)
মহাপরিচালক
ই-মেইলঃ dg@dgfood.gov.bd
ফোন-৯৫৮৪৮৩৪

স্মারক নং ১৩.০১.০০০০.০৩৩.২৭.১১৮.১৭ তারিখঃ-

অনুলিপিঃ-অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো-

০১। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম।
০২। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, কুমিল্লা।
০৩-০৪। উপ-পরিচালক, সংস্থাপন/পিপিটি, প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৫-০৬। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চান্দিনা/সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।
০৭-০৮। উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, চান্দিনা/সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।
০৯। জনাব এ. কে. এম মহিউদ্দিন, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (চলতি দায়িত্ব), (সাময়িক বরখাস্ত), কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা ও প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, চান্দিনা এলএসডি, চান্দিনা, কুমিল্লা। বর্তমান ঠিকানা-সওদাগর মঞ্জিল, সোনালী মসজিদ রোড, (সোনালী ব্যাংকের দক্ষিণ গলি), মনোহরপুর, কুমিল্লা। স্থায়ী ঠিকানাঃ পিতা-আব্দুর রাজ্জাক, ৮৩, চামেলীপুর, কোর্ট ষ্টেশন রোড, হবিগঞ্জ।
১০-১১। মাষ্টার ফাইল/অফিস কপি।

২৭/১২/১৮

(মোঃ আফিফ-আল-মাহমুদ ভূঁঞা)
সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক
সংযুক্তি-তদন্ত ও মামলা শাখা
প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা
ই-মেইলঃ dd.enp@dgfood.gov.bd
ফোন-০২-৯৫৫২৮৫৭

অনুচ্ছেদ নম্বর-০৫

পরিশিষ্ট-০৫(ক)

মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর এর কার্যালয়

ঠিকাদারের জমাকৃত পারফরমেন্স গ্যারান্টির বিবরণী:

প্যাকেজ/চুক্তি নং	ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান	PG বিবরণ	কর্তনকৃত পরিমান	PG মূল্যের অবশিষ্ট
১	২	৩	৪	৫
প্যাকেজ ০৪/১৭-১৮ চুক্তি নং-৩৬৯০ তারিখ: ১৪.১২.১৭	M/S Sing Song Cor. চুক্তি 50,000 মেট্রিক টন গম সরবরাহ-৪০,১৫৩ মেট্রিক টন	No.923002629/ 12.12.17 $ 644044.00	$ 90129.33 $ 1.00=83.50BDT	$ 553941.67 টা. ৪,৬২,৫৪,১২৯
প্যাকেজ ০৫/১৭-১৮ চুক্তি নং-৩২৭৫ তারিখ: ১৯.১০.১৭	M/S Robiul Islam চুক্তি 50,000 MT চাল সরবরাহ-৩৮,০৬১ মেট্রিক টন	No. 002ID003017/ $ 1121742.00	$ 201678.40 $ 1.00=83.75BDT	$ 920063 টা. ৭,৭০,৫৫,২৭৬
			মোট=	**১২,৩৩,০৯,৪০৫.০০**
কথায়: বার কোটি তেত্রিশ লক্ষ নয় হাজার চারশত পাঁচ টাকা				

31(5) Quotationer whose whole PG (Performance Guarantee) had been forfeited for non-supply of the contracted quantity, will not be eligible to participate in quotation for the rest period of the current financial year, whether the money accruing from PG so forfaited is deposited to the Government treasury or not.

মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর এর কার্যালয়
ভূমি অধিগ্রহণ মূল্য পরিশোধের বিবরণী:

অফিসের নাম	জমির বিবরণ	অধিগ্রহণমূল্য (টাকা)	২% খরচ (টাকা)
১	২	৩	৪
নলডাঙ্গা এলএসডি, নাটোর	উপজেলা- নলডাঙ্গা, মৌজা- জেএল নং/৩৭- এ ১.৯৫ একর ১ম কিঃ	২,৬৯,৮৮,৭৫৪	৫,৩৯,৭৭৫
জেলা খাদ্যনিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ	আঞ্চলিক পাট গবেষণার .৬৬ শতক খাস জমি বন্দোবস্ত বাবদ	৩,১৩,৪১,৬১৮	৬,২৬,৮৩২
জেলা খাদ্যনিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, সুনামগঞ্জ জেখানি অফিস	কাল্লা উপজেলায় ঘুংগিয়ারগাঁও LSD এর .৮৭ শতক জমি অধি গ্রহণ	৯৬,০৩,৬৭৮	১,৯২,০৭৩
	১.০৫ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য গুদাম নির্মাণ প্রকল্পে অধিগ্রহণ		
চাঁদপুর হাইমচর এলএসডি	চাঁদপুরহাইমচর ছোট লক্ষিপুর মোজায় ১.০০ একর জমি অধিগ্রহণ	৫৩,৮০,৩০১	১,০৭,৬০৬
নোয়াখালী কবিরহাট এলএসডি	নোয়াখালী জেলাকবিরহাট সুন্দলপুর ১.৫০ একর জমি অধিগ্রহণ	৯২,৫৫,২৪০	১,৮৫,১০৪
বাগেরহাট শ্যামপাড়া এলএসডি	বাগেরহাট শ্যামপাড়া চিতলমারি মৌজা ১.৪০ একর অধিগ্রহণ	১,১০,৮০,৬৯২	২,২১,৬১৩
		মোট =	**১৮,৭৩,০০৩**
কথায়: আঠার লক্ষ তিয়াত্তর হাজার তিন টাকা			

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের স্মারক নং- অম/অবি/ব্যয় নিয়ন্ত্রণ-২/ভূমি-১/০৭/২৮১ তাং- ২৫/০১/২০০৭ খ্রি. মোতাবেক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৮৪(২) ও ৮৬(খ) ধারা অনুযায়ী সরকারের পক্ষে প্রাপ্ত সকল অর্থ প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে জমা হবে। এল.এ মামলার ক্ষতিপূরণের টাকা আনুষঙ্গিক খরচের জন্য ব্যয় করার কোন সরকারি আদেশ/নির্দেশ নেই। আনুষঙ্গিক খাতে ব্যয় মিটানোর জন্য জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সরকারি বাজেট বরাদ্দ যথেষ্ট। এলএ মামলার ক্ষতিপূরণের টাকা অন্য খাতে ব্যয়ের কোন সুযোগ নেই।

অনুচ্ছেদ নম্বর-০৭
পরিশিষ্ট-০৭(ক)

সাইলো নারায়নগঞ্জ এর ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে
শ্রম হ্যান্ডলিং ঠিকাদারের বিল হতে ভ্যাট কর্তন না করার বিবরণী:

বিলনং ও তারিখ	সময়কাল	পরিশোধিত বিলের টাকার পরিমাণ	১৫% ভ্যাট বাবদ টাকা
১	২	৪	৪
২৫-১০/৮/১৭	জুন/১৭ মাস	৭,১২,১২৭	
২৬-১০/৮/১৭	জুলাই/১৭ মাস	৭,৮৬,৩০৫	
৫৪-১৮/৯/১৭	আগষ্ট/১৭ মাস	৮,৩২,৯৮১	
৭০-১০/১০/১৭	সেপ্টেম্বর/১৭ মাস	৪,৫২,৫৯১	
৯৮-১৫/১১/১৭	অক্টোবর/১৭ মাস	৭,৬৯,৩৬১	
১২৫-১১/১২/১৭	নভেম্বর/১৭ মাস	১৫,১৩,৬৯০	
১৫৩-৮/০১/১৮	ডিসেম্বর/১৭ মাস	১৭,০৪,৭৪২	
১৭৪-১২/২/১৮	জানু/১৮ মাস	১৭,২৮,১৩১	
১৯৩-১৯/৩/১৮	ফেব্রু/১৮ মাস	১৬,০৯,০৯৩	
২২৫-১৬/৪/১৮	মাচ/১৮ মাস	২০,৭১,৫০৯	
২৩৮-৯/৫/১৮	এপ্রিল/১৮ মাস	১২,৯২,২২৩	
২৭৩-১০/৬/১৮	মে/১৮ মাস	১৪,৯৮,৯৫৬	
		১,৪৯,৭১,৭০৯	২২,৪৫,৭৫৬
কথায় : বাইশ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার সাতশত ছাপ্পান্ন টাকা			

তেজগাঁও, সিএসডি ঢাকার ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে
শ্রম হ্যান্ডলিং ঠিকাদারের বিল হতে ভ্যাট কর্তন না করার বিবরণী:

বিল নং ও তারিখ	পরিশোধিত বিল	ভ্যাট এর হার	আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪
২/২৭/৮/১৭	২,৪০,৯০০	১৫%	৩৬,১৩৫
১০/১৫.১০.১৭	২,০৮,২২১	১৫%	৩১,২৩৩
১৭/৩০.১০.১৭	১,৯২,২৮০	১৫%	২৮,৮৪২
২৭/১২.১২.১৭	২,৮৬,১৫০	১৫%	৪২,৯২২
৩৪/১০.০১.১৮	৯৪,৭০৮	১৫%	১৪,২০৬
৩৯/২৪.০১.১৮	১,৮৭,৩৮৬	১৫%	২৮,১০৮
৪৭/১৮.০২.১৮	৮০,০৭৮	১৫%	১২,০১২
৫০/১৮.০৩.১৮	১,১৬,৬২৫	১৫%	১৭,৪৯৩
৭৩/০৭.০৫.১৮	১,৭৯,০৬৭	১৫%	২৬,৮৬০
৮৫/২১.০৫.১৮	১,৩৬,৬২১	১৫%	২০,৪৯৩
১০৪/০৭.০৬.১৮	১,৫০,৮৭০	১৫%	২২,৬৩০
০৩/১২.০৮.১৮	৪,২২,৯৭৪	১৫%	৬৩,৪৪৬
			৩,৪৪,৩৮০.০০
কথায় : তিন লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার তিনশত আশি টাকা			

অনুচ্ছেদ নম্বর-০৭

পরিশিষ্ট-০৭(গ)

উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয়

শ্রীপুর, মাগুরা

নিরীক্ষা বছর: ২০১৭-১৮ খ্রি.।

ওএমএস ডিলারদের কমিশন/মুনাফার উপর ১৫% হারে ভ্যাট কর্তন/আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতির বিবরণী:

ক্রঃ নং	ডিলারের নাম	ওএমএস এর সময়কাল	বিলিকৃত চাল (কেজি)	প্রতি কেজিতে পরিচালন মুনাফা/কমিশন (টাকা)	মোট ডিলার পরিচালন মুনাফা/কমিশন (টাকা)	১৫% হারে ভ্যাট কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি (টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	জনাব মো: মুন্সী রেজাউল করিম	৭/৪/১৪-২০/৫/১৪	৩৮০০০	১.৫০	৫৭,০০০	৮৫৫০
২	জনাব সৈয়দ কামরুল হাসান	৭/৪/১৪-২০/৫/১৪	৩৮০০০	১.৫০	৫৭,০০০	৮,৫৫০
		২১/৩/১৬-২৭/৪/১৬	৩৫০০০	১.৫০	৫২,৫০০	৭,৮৭৫
৩	জনাব মো: রফিকুল ইসলাম	৭/৪/১৪-২০/৫/১৪	৩৮০০০	১.৫০	৫৭,০০০	৮,৫৫০
		২১/৩/১৬-২৭/৪/১৬	৩৫০০০	১.৫০	৫২,৫০০	৭,৮৭৫
৪	জনাব অমল কুমার কুন্ডু	৭/৪/১৪-২০/৫/১৪	৩৮০০০	১.৫০	৫৭,০০০	৮,৫৫০
		২১/৩/১৬-২৭/৪/১৬	৩৫০০০	১.৫০	৫২,৫০০	৭,৮৭৫
৫	জনাব মো: নিলুমিয়া	৭/৪/১৪-২০/৫/১৪	৩৮০০০	১.৫০	৫৭,০০০	৮,৫৫০
		২১/৩/১৬-২৭/৪/১৬	৩৫০০০	১.৫০	৫২,৫০০	৭,৮৭৫
৬	জনাব মো: আয়ুব হোসেন মোল্লা	৭/৪/১৪-২০/৫/১৪	৩৮০০০	১.৫০	৫৭,০০০	৮,৫৫০
		২১/৪/১৬-২৭/৪/১৬	১২০০০	১.৫০	১৮,০০০	২,৭০০
৭	জনাব মো: হাসানুজ্জামান হান্নান	২১/৩/১৬-১৪/৪/১৬	৩.৫০০০	১.৫০	৫২,৫০০	৭,৮৭৫
৮	জনাব মো: আলম বিশ্বাস	২১/৪/১৬-২৭/৪/১৬	১২০০০	১.৫০	১৮,০০০	২,৭০০
৯	জনাব মো: আসিকুর রহমান	২১/৪/১৬-২৭/৪/১৬	১২০০০	১.৫০	১৮,০০০	২,৭০০
১০	জনাব মো: আলিয়ার রহমান	২১/৪/১৬-২৭/৪/১৬	১২০০০	১.৫০	১৮,০০০	২,৭০০
১১	জনাব রঞ্জন মন্ডল	২১/৪/১৬-২৭/৪/১৬	১২০০০	১.৫০	১৮,০০০	২,৭০০
১২	জনাব মো: আব্দুল কুদ্দস মল্লিক	২১/৪/১৬-২৭/৪/১৬	১২০০০	১.৫০	১৮,০০০	২,৭০০
১৩	জনাব মো: সাদরুল ইসলাম	২১/৪/১৬-২৭/৪/১৬	১২০০০	১.৫০	১৮,০০০	২,৭০০
১৪	জনাব মো: ফজলুল হক	২১/৪/১৬-২৭/৪/১৬	১২০০০	১.৫০	১৮,০০০	২,৭০০
			৪৯৯০০০		৭,৪৮,৫০০	১,১২,২৭৫
কথায় : এক লক্ষ বারো হাজার দুইশত পঁচাত্তর টাকা						

অনুচ্ছেদ নম্বর-০৭
পরিশিষ্ট-০৭(ঘ)

জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, বাগেরহাট
নিরীক্ষা বছর: ২০১৭-১৮
ওএমএস ডিলারের কমিশনের উপর ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতির বিবরণী:

ক্রমিক নং	মাসের নাম	পণ্য	বরাদ্দের পরিমান (কেজি)	খোলা বাজারে প্রতি কেজি চালের বিক্রয় মূল্য	ও এমএস ডিলারের প্রতি কেজি চালের ক্রয় মূল্য	প্রতি কেজিতে পার্থক্য	প্রতি কেজিতে ১.৫০ টাকা কমিশন হারে মোট কমিশন (টাকা)	১৫% হারে কর্তনযোগ্য ভ্যাট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	৯/১৭	চাল	৬১০০০	৩০.০০	২৮.৫০	১.৫০	৯১,৫০০	১৩,৭২৫
২	১০/১৭	চাল	১২৮০০০	৩০.০০	২৮.৫০	১.৫০	১,৯২,০০০	২৮,৮০০
৩	১১/১৭	চাল	১১৫০০০	৩০.০০	২৮.৫০	১.৫০	১,৭২,৫০০	২৫,৮৭৫
৪	১২/১৭	চাল	৫০০০০	৩০.০০	২৮.৫০	১.৫০	৭৫,০০০	১১,২৫০
৫	৩/১৮	চাল	১১৭০০০	৩০.০০	২৮.৫০	১.৫০	১,৭৫,৫০০	২৬,৩২৫
৬	৪/১৮	চাল	১৫৬০০০	৩০.০০	২৮.৫০	১.৫০	২,৩৪,০০০	৩৫,১০০
						মোট	৯,৪০,৫০০×১৫%	১,৪১,০৭৫
কথায় : এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার পঁচাত্তর টাকা								

অনুচ্ছেদ নম্বর-০৭
পরিশিষ্ট-০৭(ঙ)

উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয়
শরণখোলা, বাগেরহাট।
নিরীক্ষা বছর: ২০১৭-১৮ খ্রি.।
ওএমএস ডিলারদের কমিশন/মুনাফার উপর ১৫% হারে ভ্যাট কর্তন/আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতির বিবরণী:

ক্রঃ নং	ওএমএস ডিলারের নাম	ডিও নং ও তারিখ	বিক্রয়ের তারিখ	বিলিকৃত/ বিক্রয়কৃত চাল (কেজি)	প্রতি কেজির ক্রয়মূল্য	প্রতি কেজির বিক্রয়মূল্য	প্রতি কেজিতে কমিশন (টাকা)	মোট ডিলার মুনাফা/কমিশন (টাকা)	১৫% হারে ভ্যাট কর্তন না করায় মোট রাজস্ব ক্ষতি (টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	মো: সারোয়ার হোসেন	৫১৩১১৩০ তাং ২৫/৪/১৬	২৫/৪/১৬	৩০০০	১৩.৫০	১৫	১.৫০	৪৫০০	৬৭৫
		৫২৯২১৪৩ তাং- ২৯/১১/১৭	২৯/১১/১৭	১০০০	১৩.৫০	১৫	১.৫০	১৫০০	২২৫
২	মো: তরিকুল ইসলাম	৫২৯২০৫২ তাং ২৩/১১/১৭	২৩/১১/১৭	১০০০	১৩.৫০	১৫	১.৫০	১৫০০	২২৫
৩	আ: কাদের	৫২৯২০৫৩ তাং ২৩/১১/১৭	২৩/১১/১৭	১০০০	১৩.৫০	১৫	১.৫০	১৫০০	২২৫
							মোট=	৯০০০×১৫%	১,৩৫০
কথায় : এক হাজার তিনশত পঞ্চাশ টাকা									

গৌরম্ভা খাদ্য গুদাম রামপাল, বাগেরহাট।
নিরীক্ষা বছর: ২০১৭-১৮ খ্রি.।
ওএমএস ডিলারদের কমিশন/মুনাফার উপর ১৫% হারে ভ্যাট কর্তন/আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতির বিবরণী:

ওএমএস ডিলারের নাম	ডিও নং ও তারিখ	বিক্রয়ের তারিখ	বিলিকৃত/ বিক্রয়কৃত চাল (কেজি)	প্রতি কেজির ক্রয় মূল্য	প্রতি কেজির বিক্রয় মূল্য	প্রতি কেজিতে কমিশন (টাকা)	মোট ডিলার মুনাফা/ কমিশন (টাকা)	১৫% হারে ভ্যাট কর্তন না করায় মোট রাজস্ব ক্ষতি (টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
শেখ মিজানুর	৫৪৭৩০৭৯ তাং ১/১১/১৭	১/১১/১৭	৩০০০	২৮.৫০	৩০	১.৫০	৪৫০০	৬৭৫
	৫৪৭৩০৯২ তাং ৫/১১/১৭	৫/১১/১৭	৩০০০	২৮.৫০	৩০	১.৫০	৪৫০০	৬৭৫
	৫৪৭৩০৯৭ তাং ৮/১১/১৭	৮/১১/১৭	২০০০	২৮.৫০	৩০	১.৫০	৩০০০	৪৫০
	৫৪৭৩৩১০ তাং ১২/১১/১৭	১২/১১/১৭	৩০০০	২৮.৫০	৩০	১.৫০	৪৫০০	৬৭৫
	৫৪৭৩৩১৩ তাং ১৫/১১/১৭	১৫/১১/১৭	৩০০০	২৮.৫০	৩০	১.৫০	৪৫০০	৬৭৫
	৫৪৭৩৩১৭ তাং ২১/১১/১৭	২১/১১/১৭	২০০০	২৮.৫০	৩০	১.৫০	৩০০০	৪৫০
	৫৪৭৩৩২২ তাং ২৭/১১/১৭	২৭/১১/১৭	৩০০০	২৮.৫০	৩০	১.৫০	৪৫০০	৬৭৫
	৫৪৭৩৩৩৭ তাং ১২/১২/১৭	১২/১২/১৭	২০০০	২৮.৫০	৩০	১.৫০	৩০০০	৪৫০
অর বিন্দু মজুমদার	৫৪৭৩০৮০ তাং ১/১১/১৭	১/১১/১৭	৩০০০	২৮.৫০	৩০	১.৫০	৪৫০০	৬৭৫
	৫৪৭৩০৯৩ তাং ৫/১১/১৭	৫/১১/১৭	৩০০০	২৮.৫০	৩০	১.৫০	৪৫০০	৬৭৫
	৫৪৭৩০৯৮ তাং ৮/১১/১৭	৮/১১/১৭	৩০০০	২৮.৫০	৩০	১.৫০	৪৫০০	৬৭৫
	৫৪৭৩৩১১ তাং ১২/১১/১৭	১২/১১/১৭	৩০০০	২৮.৫০	৩০	১.৫০	৪৫০০	৬৭৫
	৫৪৭৩৩১৪ তাং ১৫/১১/১৭	১৫/১১/১৭	৩০০০	২৮.৫০	৩০	১.৫০	৪৫০০	৬৭৫
	৫৪৭৩৩১৬ তাং ১৯/১১/১৭	১৯/১১/১৭	৩০০০	২৮.৫০	৩০	১.৫০	৪৫০০	৬৭৫
	৫৪৭৩৩১৯ তাং ২২/১১/১৭	২২/১১/১৭	৩০০০	২৮.৫০	৩০	১.৫০	৪৫০০	৬৭৫
	৫৪৭৩৩২১ তাং ২৬/১১/১৭	২৬/১১/১৭	৩০০০	২৮.৫০	৩০	১.৫০	৪৫০০	৬৭৫

ওএমএস ডিলারের নাম	ডিও নং ও তারিখ	বিক্রয়ের তারিখ	বিলিকৃত/ বিক্রয়কৃত চাল (কেজি)	প্রতি কেজির ক্রয় মূল্য	প্রতি কেজির বিক্রয় মূল্য	প্রতি কেজিতে কমিশন (টাকা)	মোট ডিলার মুনাফা/ কমিশন (টাকা)	১৫% হারে ভ্যাট কর্তন না করায় মোট রাজস্ব ক্ষতি (টাকা)
	৫৪৭৩৩২৩ তাং ৩/১২/১৭	৩/১২/১৭	৩০০০	২৮.৫০	৩০	১.৫০	৪৫০০	৬৭৫
	৫৪৭৩৩৩৫ তাং ৬/১২/১৭	৬/১২/১৭	৩০০০	২৮.৫০	৩০	১.৫০	৪৫০০	৬৭৫
	৫৪৭৩৩৩৬ তাং ১০/১২/১৭	১০/১২/১৭	৩০০০	২৮.৫০	৩০	১.৫০	৪৫০০	৬৭৫
	৫৪৭৩৩৩৮ তাং ১২/১২/১৭	১২/১২/১৭	২০০০	২৮.৫০	৩০	১.৫০	৩০০০	৪৫০
ওমর ফারুক	৫৪৭৩০৮১ তাং ১/১১/১৭	১/১১/১৭	৩০০০	২৮.৫০	৩০	১.৫০	৪৫০০	৬৭৫
	৫৪৭৩০৯৪ তাং ৫/১১/১৭	৫/১১/১৭	২০০০	২৮.৫০	৩০	১.৫০	৩০০০	৪৫০
	৫৪৭৩০৯৬ তাং ৭/১১/১৭	৭/১১/১৭	১০০০	২৮.৫০	৩০	১.৫০	১৫০০	২২৫
	৫৪৭৩৩১২ তাং ১২/১১/১৭	১২/১১/১৭	২০০০	২৮.৫০	৩০	১.৫০	৩০০০	৪৫০
	৫৪৭৩৩১৫ তাং ১৬/১১/১৭	১৬/১১/১৭	২০০০	২৮.৫০	৩০	১.৫০	৩০০০	৪৫০
	৫৪৭৩৩১৮ তাং ২১/১১/১৭	২১/১১/১৭	৩০০০	২৮.৫০	৩০	১.৫০	৪৫০০	৬৭৫
	৫৪৭৩৩২০ তাং ২৬/১১/১৭	২৬/১১/১৭	৩০০০	২৮.৫০	৩০	১.৫০	৪৫০০	৬৭৫
	৫৪৭৩৩২৪ তাং ৩/১২/১৭	৩/১২/১৭	৩০০০	২৮.৫০	৩০	১.৫০	৪৫০০	৬৭৫
							মোট=	১৬,৮৭৫

সারাংশঃ

০১। নারায়নগঞ্জ সাইলো = ২২,৪৫,৭৫৬

০২। তেজগাঁও, সিএসডি ঢাকা = ৩,৪৪,৩৮০

০৩। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয়, শ্রীপুর, মাগুরা = ১,১২,২৭৫

০৪। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কাযালয়, বাগেরহাট = ১,৪১,০৭৫

০৫। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয়, শরণখোলা, বাগেরহাট = ১,৩৫০

০৬। গৌরম্ভা খাদ্য গুদাম রামপাল, বাগেরহাট = ১৬,৮৭৫

সর্বমোট = ২৮,৬১,৭১১

(কথায়: আটাশ লক্ষ একষট্টি হাজার সাতশত এগারো টাকা)

এসআরও নং-১৬৮/আইন/২০১৩/ ৬৭২/মূসক/তা-৬/৬/২০১৩ এর সেবার কোড S০৭২.০০ মোতাবেক মানব সম্পদ সরবরাহ বা ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান (হ্যান্ডলিং বিল) এর উপর ১৫% হারে উৎসে মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) কর্তন করতে হবে।

অনুচ্ছেদ নম্বর-০৮

পরিশিষ্ট-০৮(ক)

ব্যবস্থাপকের কার্যালয়,

সিএসডি, সান্তাহার,বগুড়া

নিরীক্ষা বছর: ২০১৬-২০১৭ ও ২০১৭-২০১৮।

কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার (সিআরটিসি) এর চলাচল সূচির আওতায় প্রেরিত ১৫ মেট্রিক টন চাল খোয়া যাওয়ায় পরিবহণ ঠিকাদারের নিকট হতে আদায়যোগ্য ক্ষতির বিবরণী:

ক্রমিক নং	ইনভয়েস নং ও তাং	প্রেরক কেন্দ্র	প্রাপক কেন্দ্র	পণ্য	প্রেরিত পরিমাণ	পরিবহণ ঠিকাদার, ট্রাক নং ও চালকের নাম
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০১	২৮৯২৮৮৫, ০৯/০৫/১৭	সিএসডি, সান্তাহার	এলএসডি বড় লেখা, মৌলভীবাজার	চাল আমন/১৬-১৭	১৫.০০০	বিআরটিসি পরিবহণ ঠিকাদার, বিআরটিসি ট্রাক ডিপোর ঢাকা মেট্রো-১১-২২-৬৯ চালক জনাব মোঃ অহিদ উল্লাহ ও তার ছেলে মোঃ সাজু (হেলপার)

প্রোগ্রাম নং ও তাং	অর্থনৈতিক মূল্য	মোটমূল্য	দেড়গুণ হারে আদায়যোগ্য/ ক্ষতি	ছিনতাইয়ের স্থান ও তাং
৮	৯	১০	১১	১২
২৯৭, ০২/০৫/১৭	৩৭৮৩৬.৪৪	৫৬৭৫৪৬.৬০	৮,৫১,৩১৯.৯০	নওজোর, জয়দেবপুর, ১০/০৫/১৭
কথায় : আট লক্ষ একান্ন হাজার তিনশত ঊনিশ/নব্বই টাকা				

কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ঠিকাদারী কাজের চুক্তিপত্র এর ৮.৪ অনুচ্ছেদ :

ঠিকাদার তাঁর হেফাজতে থাকাকালে মজুদের সকল লোকসান, ক্ষয়-ক্ষতির জন্য দায়ী থাকবে। অনুরূপ লোকসান বা ক্ষতিপূরণ সরকার কর্তৃক ঠিকাদারের নিকট হতে তা আদায়যোগ্য হবে। ট্রাকে করে খাদ্যশস্য ও খাদ্যদ্রব্য, বহন করবার সময় প্রাকৃতিক কারণে ক্ষতি হলে, পরিবহণের দূরত্ব যা হোক না কেন, প্রকৃত পরিবহণ ঘাটতির জন্য রেয়াত পাবেন, যদি ঘাটতি প্রেরিত নীট পরিমানের ০.১২৫% (দশমিক এক দুই পাঁচ) এর বেশী না হয়। তবে সরকার কর্তৃক যদি যথাযথ তদন্তের পর প্রতীয়মান হয় যে, ঘাটতি ঠিকাদারের অবহেলা বা অসদাচরণের জন্য হয়েছে, তা হলে উক্ত রেয়াত দেয়া হবে না। আরো শর্ত থাকে যে, যে পরিস্থিতিতেই হোক না কেন, পথে যে কোন দূর্ঘটনা বা অঘটন ঘটবার কারণে কোন লোকসান বা ক্ষতি হলে ঠিকাদার তার সব কিছুর জন্য দায়ী থাকবেন। যে লট এবং/অথবা পণ্যের জন্য "শূন্য পরিবহন ঘাটতি" ঘোষনা করা হয়েছে বা হবে, সে সব পণ্য বা লটের জন্য এ রেয়াত প্রযোজ্য হবে না। সিমেন্ট,খালি বস্তা, ড্রাম এ ধরনের পন্যের জন্য কোন ঘাটতি প্রযোজ্য হবে না।

কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ঠিকাদারী কাজের চুক্তিপত্র এর ৮.৬ অনুচ্ছেদ :

ঠিকাদার পূর্বোক্ত সীমার অতিরিক্ত যে কোন ঘাটতির জন্য সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে ঐ পণ্যের নির্ধারিত অর্থনৈতিক মূল্যের দেড়গুন হারে সমুদয় ঘাটতির মূল্য সরকারকে পরিশোধ করবে। আরো শর্ত থাকে, যে পরিমান প্রাপককে প্রদান করা হয়নি, এমন পরিমাণের জন্য ঠিকাদার কোন পরিবহণ ভাড়া পাবে না।

প্রকল্প সমাপ্তির পর অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করে বাণিজ্যিক ব্যাংকে এফডিআর করার বিবরণী:

ক্রমিক নং	বিবরণ (হিসাবের শিরোনাম)	হিসাব নং ও ব্যাংক	এফডিআরকৃত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
১	২	৩	৪
০১	মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ফিক্সড ডিপোজিট থানা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্প (থারডেপ)	ডিপোজিট নম্বর: ০০৩০২৯৭৩৯, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, জনতা ভবন করপরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।	৫,২১,১১,৯২১
০২	মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, পোশাক বিক্রয় তহবিল (সমাপ্ত আত্ম কর্মসংস্থান প্রকল্প)	ডিপোজিট নম্বর: ০২০০০০০৮৭৭৫৭৯, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, বৈদেশিক বাণিজ্য শাখা, ঢাকা।	৩৮,২৩,০৫৬
০৩	মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ফিক্সড ডিপোজিড সমাপ্ত থানা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্প (থারডেপ)	ডিপোজিট নম্বর: ২০০০২০০০৩৯৭০৮, আইসিবি ইসলামি ব্যাংক, প্রিন্সিপাল শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।	৮০,৮১,৪৪০
		মোট	৬,৪০,১৬,৪১৭
কথায়: ছয় কোটি চল্লিশ লক্ষ ষোল হাজার চারশত সতের টাকা			

তারিখ : ২৮/০৫/১৪২৮ বঙ্গাব্দ
০৫/০২/২০২১ খ্রিষ্টাব্দ।

মহাপরিচালক
সামাজিক নিরাপত্তা অডিট অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা
ফোনঃ ৮৩৯২৫২৯

শেখ মোহাম্মদ ওমর ফারুক
মহাপরিচালক
সামাজিক নিরাপত্তা অডিট অধিদপ্তর
অডিট কমপ্লেক্স, ৯ম তলা, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়
অডিট ভবন
৭৭/৭, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০
www.cag.org.bd